

সূরা ২৪ : নূর, মাদানী

(আয়াত ৬৪, রুকু ৯)

২৪ - سورة النور، مَدَنِيَّةٌ

(آيَاتُهَا : ٦٤ رُكُوعَاتُهَا : ٩)

<p>পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.</p>
<p>১। এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি। এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।</p>	<p>١. سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ</p>
<p>২। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।</p>	<p>٢. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ</p>

সূরা নূর এর গুরুত্ব

‘আমি এই সূরা অবতীর্ণ করেছি’ এ কথা দ্বারা এই সূরার ফাযীলাত ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অন্যান্য সূরাগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নেই।

মুজাহিদ (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, **فَرَضْنَاهَا** এর অর্থ হালাল, হারাম, আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা ইত্যাদির বর্ণনা, এর মান্যকারী এবং অমান্যকারীদের উত্তম প্রতিদান অথবা শাস্তির বর্ণনা এতে রয়েছে। (তাবারী ১৯/৮৯, দুররুল মানসুর ৬/১২৪) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল : আমি তোমাদের উপর ও তোমাদের পরবর্তী লোকদের উপর এটা নির্ধারিত করে দিয়েছি। (ফাতহুল বারী ৮/৩০১)

وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ এর মধ্যে সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি উজ্জ্বল নির্দেশাবলী বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পার, আমার হুকুমসমূহ স্মরণ রাখ এবং ওগুলির উপর আমল কর।

যিনা করার অপরাধের শাস্তির বর্ণনা

এরপর আল্লাহ তা‘আলা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বিবাহিত ও বিবাহিতা হবে অথবা অবিবাহিত ও অবিবাহিতা হবে। সুতরাং অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের শাস্তির বিধান হল ওটাই যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ একশ’ বেত্রাঘাত। এ ছাড়া তাদেরকে এক বছরের জন্য দেশান্তরও করতে হবে। এর দলীল হল নিম্নের হাদীসটি :

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) ও যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দু’জন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। একজন বলে : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ছেলে এ লোকটির বাড়ীতে মজুর ছিল। সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে ফেলেছে। আমি তার মুক্তিপণ হিসাবে একশটি বকরী ও একটি দাসী একে প্রদান করি। অতঃপর আমি জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, আমার ছেলের উপর শারঈ শাস্তি হল একশ’ বেত্রাঘাত ও এক বছরকাল দেশান্তরকরণ। আর এর স্ত্রীর শাস্তি হল রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ!

আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সঠিক ফাইসালা করব। একশ' বকরী ও দাসী তুমি ফিরে পাবে এবং তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরকাল দেশান্তর। আর আসলাম গোত্রের উনাইস নামক একটি লোককে তিনি বললেন : হে উনাইস! সকালে তুমি এই লোকটির স্ত্রীর নিকট গমন করবে। যদি সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে তাহলে তুমি তাকে রজম করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামত উনাইস সকালে ঐ মহিলাটির নিকট গমন করল এবং সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে নেয়ায় তাকে রজম করে দিল। (ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫, মুসলিম ৩/১৩২৪)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে একশ' বেত্রাঘাতের সাথে সাথে এক বছরের জন্য দেশান্তরও করতে হবে। আর যদি সে বিবাহিত হয় এবং বিবাহিত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে থাকে এবং সে যদি পূর্ণ বয়স্ক ও অপ্রকৃতিস্থ না হয় তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।

ইমাম মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে হামদ ও সানার পর বলেন : হে লোকসকল! আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর নিজের কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর এই কিতাবে রজম করার হুকুমের আয়াতও রয়েছে। আমরা তা পাঠ করেছি, মুখস্থ করেছি এবং আমলও করেছি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও রজম হয়েছে এবং তাঁর (ইন্তেকালের) পরে আমরাও রজম করেছি। আমি ভয় করছি যে, কয়েক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর না জানি লোকেরা হয়তো বলতে শুরু করবে যে, তারা রজম করার হুকুম আল্লাহর কিতাবে পাচ্ছেনা। আল্লাহ না করুন তারা হয়তো আল্লাহর এই ফার্ব্য কাজকে যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। রজমের সাধারণ হুকুম ঐ ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে যে ব্যভিচার করবে এবং বিবাহিত হবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক, যখন তার ব্যভিচারের উপর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা সে গর্ভবতী হবে কিংবা স্বীকারোক্তি করবে। (মু'আত্তা মালিক ২/৮২৩, ফাতহুল বারী ১৩/১৪৮, মুসলিম ৩/১৩১৭) এখানে শুধু প্রযোজ্য অংশটুকুই উল্লেখ করা হল।

অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
আল্লাহর বিধান কার্যকরী করার ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে

প্রভাবান্বিত না করে। অন্তরের দয়া অন্য জিনিস, ওটা থাকবেই। কিন্তু আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ইমামের অবহেলা ও ত্রুটি করা যাবে না। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যখন ইমাম বা শাসকের কাছে এমন কোন ঘটনার বিচারের জন্য পেশ করা হবে যাতে হদ জারী করা অপরিহার্য, এরূপ ক্ষেত্রে শাসকের উচিত হদ জারী করা এবং ওটা ছেড়ে না দেয়া। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ‘আতা ইব্ন রাবাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (বাগাবী ৩/৩২১) হাদীসে এসেছে : তোমরা পরস্পরের মধ্যকার হদের ব্যাপারটি মীমাংসা করে নাও। হদযুক্ত কোন ঘটনা আমার কাছে পৌঁছে গেলে হদ জারী করা আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে। (আবু দাউদ ৪/৫৪০) মহান আল্লাহ বলেন :

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক তাহলে তোমাদের উচিত আল্লাহর নির্দেশ পুরা মাত্রায় পালন করা এবং ব্যভিচারীদের উপর হদ জারী করার ব্যাপারে টাল-বাহানা না করা। তাদেরকে কঠিনভাবে প্রহার করতে হবে, কিন্তু এই প্রহার এমন হওয়া উচিত নয় যাতে অস্থি ভেঙ্গে যায়। এই শাস্তি প্রদান এ কারণে যে, তারা যেন পাপ কাজ থেকে বিরত তাকে এবং তাদের এই শাস্তি দেখে অন্যরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। দয়া খারাপ জিনিস নয়। হাদীসে এসেছে যে, একটি লোক বলল : আমি বকরী যবাহ করি, কিন্তু আমার মনে মমতা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন : এতেও তুমি সাওয়াব লাভ করবে। (আহমাদ ৫/৩৪)

জনসমক্ষে শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি : وَلِيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ মু‘মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে যাতে সবারই অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় এবং ব্যভিচারীও লাঞ্ছিত হয়, আর অন্য লোকেরাও এ কাজ থেকে বিরত থাকে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : প্রকাশ্যভাবে শাস্তি দিতে হবে। গোপনে মারধর করে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

৩। ব্যভিচারী ব্যভিচারিনী
অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত
বিয়ে করেনা এবং

۳. الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ

ব্যভিচারিনীকে ব্যভিচারী
অথবা মুশরিক ব্যতীত কেহ
বিয়ে করেনা, মু'মিনদের জন্য
এদেরকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا
زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ব্যভিচারীর প্রতি ঐ লোকই রাযী/আগ্রহী হতে পারে যে নিজে ব্যভিচারিণী বা শির্ককারিণী। সে ঐ সব অসৎ কাজকে খারাপই মনে করেনা। : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً : এরূপ অসতী ও ব্যভিচারিণীর সাথে ঐ পুরুষেরই বিয়ে হতে পারে যে তারই মত অসৎ, ব্যভিচারী বা মুশরিক। এ ধরনের কার্যকলাপ মু'মিনদের জন্য নিষিদ্ধ। ব্যভিচারিণী মহিলার সাথে শুধুমাত্র ব্যভিচারী পুরুষ বা মুশরিকই ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে।

কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অসতী ও ব্যভিচারিণী নারীদেরকে বিয়ে করা মুসলিমদের উপর হারাম। (দুররুল মানসুর ৬/১২৭) যেমন অন্য আয়াতে আছে :

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ

যারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। (সূরা নিসা, ৪ : ২৫)

مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

তোমরা সতী নারীদেরকে পত্নী রূপে গ্রহণ কর, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫) অর্থাৎ যে নারীদেরকে মুসলিম পুরুষের বিয়ে করা উচিত তাদের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি গুণ থাকতে হবে। তারা হবে সচ্চরিত্রের অধিকারিণী, তারা ব্যভিচারিণী হবেনা এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও হবেনা। পুরুষদের মধ্যেও এই তিনটি গুণ থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক লোক উম্মে মাহযূল নাম্নী এক অসতী মহিলাকে বিয়ে করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে যে মহিলা অবৈধ যৌন কাজে লিপ্ত থাকত।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম **الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ**

এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তিচারীর উপর চাবুক লাগানো হয়েছে সে তার অনুরূপের সাথেই বিবাহিত হতে পারে। (আবু দাউদ ২/৫৪৩)

৪। যারা সতী-সাদ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী হাজির করেনা, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা; তারা ই সত্যত্যাগী।

٤. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

৫। তবে যদি এরপর তারা তাওবাহ করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপকারীর শাস্তির বিধান

সতী-সাদ্বী নারীদের প্রতি বদনাম রটনাকারীদের জন্য কি শাস্তি রয়েছে তা উপরের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন। যারা স্বাধীনা, পূর্ণ বয়স্কা এবং সৎ চরিত্রের অধিকারিনী নারীর উপর চরিত্রহীনতার মিথ্যা অভিযোগ আনবে এমন বদনামকারীদের জন্য হদ জারীর শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তবে হ্যাঁ, যদি তারা

সাক্ষী হাযির করতে পারে এবং অভিযোগের সত্যতা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে অভিযোগকারীর উপর কোন শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা। আর যাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে তাদের উপর হদ জারী করা হবে। যদি তারা সাক্ষী আনয়নে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের ব্যাপারে তিনটি রায় ধার্য হয়েছে। প্রথমতঃ তাদেরকে আশিটি চারুক মারা হবে, দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে চিরদিনের জন্য তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে এবং তৃতীয়তঃ তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ বলা হবেনা, বরং সত্যত্যাগী বলা হবে।

মিথ্যা অপবাদকারী কিভাবে তাওবাহ করবে

আল্লাহ সুবহানাহ বলেন : **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ** তবে যদি এরপর তারা তাওবাহ করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় রায়ের ব্যাপারে এই ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। নিজের দোষী হওয়ার কথা অপবাদকারী স্বীকার করুক অথবা না করুক, তাকে হদের শাস্তি পেতেই হবে। কোন কোন আলেম বলেন যে, এর পরে তার জন্য আর কোন শাস্তি নেই, সে যদি তাওবাহ করে তাহলে তার সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে আল্লাহদ্রোহীও বলা যাবেনা। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ), যিনি তাবেরীনের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং সালাফগণেরও অনেকে এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/১০৫) শা'বী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, যদি সে তার পূর্বের অপবাদ দেয়ার কথা স্বীকার করে এবং পরে পূর্ণভাবে তাওবাহ করে নেয়ার কথা বলে তাহলে এর পরে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬। এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই

۶. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

সত্যবাদী ।	الصَّٰدِقِينَ .
৭। আর পঞ্চম বারে বলবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত ।	۷. وَالْخَمِيسَةُ أَنَّ لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ
৮। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী ।	۸. وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَٰذِبِينَ
৯। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব ।	۹. وَالْخَمِيسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ
১০। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা; এবং আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় ।	۱۰. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

‘লি‘আন’ এর বর্ণনা

এ কয়েকটি আয়াতে বিশ্বরাকব আল্লাহ ঐ স্বামীদের মুক্তির উপায় বর্ণনা করেছেন যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে। এমতাবস্থায় যদি তারা সাক্ষী পেশ করতে অপারগ হয় তাহলে তাদেরকে লিআন করতে হবে। এর রূপরেখা এই যে, স্বামী বিচারকের কাছে এসে নিজের অভিযোগ বর্ণনা করবে। যখন সে সাক্ষ্য পেশ করতে অপারগ হবে তখন বিচারক তাকে চারজন সাক্ষীর

স্থলাভিষিক্ত হিসাবে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করতে বলবেন এবং সে শপথ করে বলবে যে, সে সত্যবাদী এবং সে যা বলছে তা সত্য।

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ পঞ্চমবারে সে আল্লাহর নামের শপথ করে বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর যেন আল্লাহর লা'নত নেমে আসে। এটুকু বলা হলেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে এবং ঐ স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামী তার মোহর আদায় করবে এবং স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু বিচারকের সামনে ঐ স্ত্রীও যদি শপথ করে বলে তাহলে তার উপর থেকে শাস্তি উঠে যাবে। সেও চারবার শপথ করে বলবে যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহলে যেন তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়। এখানে এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্ত্রীর জন্য 'গযব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ কোন পুরুষ এটা চায়না যে, অযথা স্ত্রীর উপর অপবাদ দিয়ে নিজের ও আত্মীয় স্বজনের বদনাম করবে। সুতরাং প্রায়ই সে সত্যবাদী হয় এবং তার সত্যবাদিতার ভিত্তিতেই তাকে ক্ষমার মনে করা যেতে পারে। এ কারণেই পঞ্চমবারে স্ত্রীকে বলিয়ে নেয়া হয় যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। স্বামী তার নিজ চোখে দেখা অথবা ধারণা করার ব্যাপারে নালিশে কখনও অসত্য হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী নিশ্চয়ই বলতে পারে যে, সে দোষী কিনা। তাই গযব তার উপরই পতিত হয়ে থাকে যে সত্যকে জেনে শুনে ওর অপলাপ করে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা; এবং আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী ও প্রজ্ঞাময়। তাদের পাপ যতই এবং যেমনই হোক না কেন, আর তারা যে সময়েই ঐ পাপের জন্য তাওবাহ করুক না কেন তিনি তা কবুল করেন। তিনি আদেশ ও নিষেধ করণে বড়ই প্রজ্ঞাময়। এই আয়াতের ব্যাপারে যেসব রিওয়ায়াত রয়েছে সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হল :

‘লিআন’ এর আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন يَأْتُوا ... الخ ব্যভিচারী ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিয়ে করেনা

এবং ব্যভিচারিনীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেহ বিয়ে করেনা ... এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আনসারগণের নেতা সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই আয়াতটি কি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হে আনসারের দল! তোমাদের নেতা যা বলছে তা কি তোমরা শুনতে পাওনি? তারা জবাবে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। এটা শুধু তার অত্যধিক অভিমানের কারণ। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অত্যধিক অভিমানের কারণে অবস্থা এই যে, তাকে কেহ কন্যা দিতে সাহস করেনা। তখন সা'দ (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বিশ্বাসতো আছে যে, ইহা আল্লাহ হতে প্রেরিত সত্য। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি যে, যদি আমি কেহকে আমার স্ত্রীর পাশে শুয়ে থাকতে দেখতে পাই তবুও তাকে কিছুই বলতে পারবনা যে পর্যন্ত না আমি চারজন সাক্ষী নিয়ে আসব! এই সুযোগেতো সে তার কাজ শেষ করে ফেলবে! তাদের এসব আলাপ আলোচনায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে এমন সময় সেখানে হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) আগমন করেন। তিনি ছিলেন ঐ তিন ব্যক্তির একজন যাদের তাওবাহ কবূল হয়েছিল। তিনি ইশার সময় মাঠ থেকে বাড়ী ফিরেন। বাড়ীতে এসে তিনি একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর পাশে দেখতে পান। তিনি তাকে স্বচক্ষে দেখেন ও নিজের কানে তার কথা শুনতে পান। পরদিন সকাল পর্যন্ত তিনি কিছুই বললেননা। সকাল হলেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং তাঁকে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাতে আমি যখন মাঠ থেকে ফিরে আসি তখন আমার স্ত্রীর পাশে এক লোককে আমার নিজ চোখে দেখতে পাই এবং নিজ কানে তাদের কথা শুনতে পাই। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খুবই খারাপ বোধ হয় এবং তাঁর স্বভাবের উপর খুবই কঠিন ঠেকে। সাহাবীগণ একত্রিত হন এবং বলতে শুরু করেন : সা'দ ইব্ন উবাদাহর (রাঃ) উক্তির কারণেইতো আমরা বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। আবার এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলাল ইব্ন উমাইয়াকে (রাঃ) অপবাদের হদ লাগাবেন এবং তাঁর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করবেন? এ কথা শুনে হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি সত্যবাদী এবং আমি মহান আল্লাহর নিকট আশা রাখি তিনি আমার মুক্তির একটা উপায় বের করে দিবেন। অতঃপর তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম! আমি দেখছি যে, আমার কথা আপনার স্বভাব বিরুদ্ধ হয়েছে। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী এবং আল্লাহ এটা ভালরূপেই জানেন। কিন্তু তিনি সাক্ষী হাযির করতে অপারগ ছিলেন বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চাবুক মারার নির্দেশ দিতে উদ্যত হচ্ছিলেন এমন সময় অহী অবতীর্ণ হতে শুরু করল।

সাহাবীগণ তাঁর মুখমন্ডল দেখে বুঝতে পারলেন যে অহী নাযিল হচ্ছে। তা ছিল **وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ** **وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ** এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করবে। অহী নাযিল শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলালের (রাঃ) দিকে তাকিয়ে বলেন : আল্লাহ তা‘আলা তোমার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তুমি খুশী হয়ে যাও। তখন হিলাল (রাঃ) বলেন : আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর কাছে আমি এটাই আশা করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলালের (রাঃ) স্ত্রীকে ডেকে নেন এবং উভয়ের সামনে লি‘আনের আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে বললেন : দেখ, আখিরাতের শাস্তি দুনিয়ার তুলনায় অনেক কঠিন। হিলাল (রাঃ) বলতে লাগলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি সম্পূর্ণরূপে সত্যবাদী। তাঁর স্ত্রী বলল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্বামী মিথ্যা কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ঠিক আছে, তোমরা লি‘আন কর। হিলালকে (রাঃ) তিনি বললেন : এভাবে চারবার শপথ কর এবং পঞ্চমবারে এইরূপ বল। হিলাল (রাঃ) যখন চারবার শপথ করে ফেলেন এবং পঞ্চমবারের পালা আসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন : হে হিলাল! আল্লাহকে ভয় কর। দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের তুলনায় খুবই সহজ। পঞ্চমবারে তোমার মুখ দিয়ে কথা বের হওয়া মাত্রই তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! যেভাবে তিনি আমাকে আমার সত্যবাদিতার কারণে দুনিয়ার শাস্তি হতে বাঁচিয়েছেন, অনুরূপভাবে আমার

সত্যবাদিতার কারণে পরকালের শাস্তি হতেও তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। অতঃপর পঞ্চমবারের ভাষাও তিনি মুখ দিয়ে বের করেন।

এরপর তার স্ত্রীকে বলা হল : তুমি চারবার শপথ করে বল যে, তোমার স্বামী মিথ্যাবাদী। চারবার সে শপথ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পঞ্চমবারের বাক্য উচ্চারণ করা হতে বিরত রাখেন এবং যেমনভাবে হিলালকে (রাঃ) বুঝিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তাকেও বুঝাতে লাগলেন। ফলে তার অবস্থার কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। পঞ্চমবারের কালেমাটি উচ্চারণ করা হতে সে যবানকে সামলে নিল। এমন কি মনে হল যেন সে তার অপরাধ স্বীকার করেই ফেলবে। কিন্তু শেষে সে বলল : চিরদিনের জন্য আমি আমার কাওমকে অপমানিত করতে পারিনা। অতঃপর সে বলে ফেললো : যদি আমার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দু’জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, তার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার সম্পর্ক যেন হিলালের (রাঃ) দিকে লাগানো না হয়। আর ঐ সন্তানকে অবৈধ সন্তানও যেন বলা না হয়। যে তাকে অবৈধ সন্তান বলবে বা ঐ স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করবে তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। তিনি এই ফাইসালাও দেন যে, তার পানাহারের দায়িত্ব তার স্বামীর উপর অর্পিত হবেনা। কেননা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে। তালাকও হয়নি এবং স্বামী মৃত্যুবরণও করেনি। তিনি আরও বললেন : শিশুর চুলের বর্ণ যদি লালচে হয় এবং পায়ের গোছা চিকন হয় তাহলে জানবে যে, ওটা হিলালের (রাঃ) সন্তান। আর যদি তার চুল কোকড়ানো হয়, পায়ের গোছা মোটা হয় এবং নিতম্ব ছড়ানো হয় তাহলে ঐ শিশুকে ঐ ব্যক্তির মনে করবে যার সাথে তাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে। সন্তান ভূমিষ্ট হলে দেখা গেল যে, সে ঐ খারাপ গুণ বিশিষ্ট ছিল যা অপবাদের সত্যতার নিদর্শন ছিল। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘যদি এই মাসআলাটি কসমের সাথে জড়িত না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি মহিলাটিকে হদ লাগাতাম। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন : এই ছেলেটি বড় হয়ে মিসরের গভর্নর হয়েছিল। তার মায়ের সাথে তার সম্পর্ক লাগানো হত এবং তার কোন পিতৃ পরিচয় ব্যবহৃত হতনা। (আবু দাউদ ২/৬৮৮)

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। তাতে আছে যে, হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) তার স্ত্রীর উপর শারিক ইব্ন সাহমার সাথে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তা বর্ণনা

করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন : তুমি সাক্ষী হাযির কর, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ লাগানো হবে। তখন হিলাল (রাঃ) বলেন : ঐ আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি যা বলেছি তা সত্য বলেছি এবং শাস্তি থেকে আমার পিঠকে রক্ষা করার জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ অহী প্রেরণ করবেন। এর একটু পরেই জিবরাঈল (আঃ) অহীসহ অবতরণ করেন এবং তিনি পাঠ করেন :

إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ

সে অবশ্যই সত্যবাদী। (সূরা নূর, ২৪ : ৬) অহী নাযিল হওয়া শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়কে চলে আসার জন্য খবর পাঠান। হিলাল (রাঃ) তার বক্তব্য পেশ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন : আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের দু’জনের একজন মিথ্যাবাদী। সে কি তাওবাহ করবে? তখন হিলালের স্ত্রীও উঠে দাঁড়ালো এবং তার পক্ষের সাফাই দিল। যখন ঐ মহিলা পঞ্চমতম সময়েও তার নির্দোষ হওয়ার কথা বলতে যাচ্ছিল তখন তারা বললেন : তুমি যদি পঞ্চমবারও তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা বল এবং তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে মনে রেখ যে, তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : এ কথা শুনে ঐ মহিলা কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় এবং আমরা মনে করেছিলাম যে, সে তার মনোভাবের পরিবর্তন করেছে। কিন্তু একটু পরেই সে বলল : আজ আমি আমার গোত্রের লোকদেরকে অপমানিত করবনা। অতঃপর সে তার পক্ষে সাফাই দিয়েই ফেলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। যদি ঐ সন্তানের চোখ দেখতে সুরমা দেয়া চোখের মত মনে হয়, ছড়ানো পাছা এবং মোটা নলাবিশিষ্ট হয় তাহলে ঐ সন্তান হবে শারিক ইব্ন সাহমার। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দেখা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন ঐ শিশুটি দেখতে ঠিক তেমনটি হয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : যদি আল্লাহর কিতাবে উল্লেখ না থাকত তাহলে তার ব্যাপারটি আমি দেখে নিতাম। এ বর্ণনাটি ইমাম বুখারীর (রহঃ)। কিন্তু ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) অন্য বর্ণনা থেকে এখানে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩০৩, তিরমিযী ৫/১৭০)

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) গভর্নর থাকা অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় : পরস্পর লা’নতকারী বা লি’আনকারী স্বামী-স্ত্রীর মাঝে

কি বিচ্ছেদ ঘটতে হবে? এর উত্তর দিতে আমি সক্ষম না হয়ে ইব্ন উমারের (রাঃ) নিকট হাযির হই এবং তাকে মাসআলাটি জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেন : সুবহানাল্লাহ! ঠিক এই প্রশ্নই ইতোপূর্বে অমুক ইব্ন অমুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিল। সে বলেছিল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন লোক তার স্ত্রীকে কোন মন্দ কাজে লিপ্ত অবস্থায় পেয়ে যদি মুখ দিয়ে কোন কথা বের করে তাহলে সেটাও লজ্জার কথা, আবার যদি নীরব থাকে তাহলে সেটাও খুবই দুঃখজনক নীরবতা। সুতরাং এমতাবস্থায় কি করা যায়? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকেন। লোকটি আবার এসে বলে : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে যে প্রশ্নটি করেছি সেটা স্বয়ং আমারই ঘটনা। তখন আল্লাহ তা‘আলা সূরা নূরের এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন।

তিনি লোকটিকে উপদেশ দিতে শুরু করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি থেকে অনেক কঠিন। তখন লোকটি বলল : যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি আপনার কাছে মিথ্যা বলিনি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির দিকে ফিরে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে বলেন : আখিরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই হালকা। মহিলাটি তখন বলল : আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! সে মিথ্যা বলছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটিকে দিয়ে শুরু করলেন যে চারবার শপথ করে তার কথার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল এবং পঞ্চমবার সে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তার উপর যেন আল্লাহর অভিশাপ (লা’নত) বর্ষিত হয়। এরপর তিনি মহিলাটির দিকে ফিরলেন। সেও চারবার শপথ করে বলল যে, সে মিথ্যা বলেনি। পঞ্চমবার সে বলল যে, সে যদি মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে যেন তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়। এরপর তিনি তাদের উভয়কে পৃথক করে দেন। (আহমাদ ২/১৯, নাসাই ৬/৪১৪, ফাতহুল বারী ৯/৩৬৭, মুসলিম ২/১১৩০)

১১। যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা; বরং এটাতো

۱۱. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا

তোমাদের জন্য কল্যাণকর;
তাদের প্রত্যেকের জন্য
রয়েছে তাদের কৃত পাপ
কাজের ফল, এবং তাদের
মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান
ভূমিকা পালন করেছে তার
জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ
أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ
الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ
مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

আয়িশার (রাঃ) প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ঘটনা

এই আয়াত থেকে পরবর্তী দশটি আয়াত আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন মুনাফিকরা তার বিরুদ্ধে অপবাদ রচনা করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্বস্তিতার কারণে আল্লাহ তা‘আলা এটাকে মর্যাদাহানিকর মনে করে আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন, যাতে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার উপর কোন দাগ না পড়ে।

مَنْكُمْ ۚ يَارَا ۚ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ
তারাতো তোমাদেরই একটি দল। এই অপবাদ রচনাকারীদের একটি দল ছিল, যাদের অগ্রনায়ক ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল। সে ছিল মুনাফিকদের নেতা। ঐ বেঈমানই কথাটিকে বানিয়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে কানে কানে পৌঁছে দিয়েছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত কিছু মুসলিমও মুখ খুলতে শুরু করেছিল। এই কুৎসা রটনা প্রায় এক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। অবশেষে কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার পূর্ণ বর্ণনা সহীহ হাদীসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

যুহরী (রহঃ) বলেন : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ), আলকামাহ ইব্ন ওয়াক্কাস (রহঃ) এবং উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবাহ ইব্ন মাসউদ (রহঃ) আমার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে যে বদনাম করা হয়েছিল এবং তার পবিত্রতার কথা জানিয়ে আল্লাহ তা‘আলা যে আয়াত নাযিল করেছেন সেই ব্যাপারে বর্ণনা করেন। তারা প্রত্যেকেই এ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। কেহ কারও চেয়ে হয়ত বেশি জানতেন কিংবা অন্যের চেয়ে বেশি মনে রাখতে

পেরেছেন। আমি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই এ ঘটনা জানতে পেরেছি যারা আয়িশার (রাঃ) নিজ মুখ থেকে শুনেছেন এবং সেই বর্ণনা একজন থেকে অন্য জনের কাছে একই রকম শুনেছি। তারা বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন যুদ্ধে অথবা সফরে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীদের নামে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠত তাকে তিনি সাথে নিয়ে যেতেন। ঘটনাক্রমে এক যুদ্ধে গমনের সময় লটারীতে আমার নাম উঠে। আমি তাঁর সাথে গমন করি। এটা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। যখন যাত্রীদল কোন জায়গায় অবতরণ করত তখন আমার হাওদাহ নামিয়ে নেয়া হত। আমি হাওদাহর মধ্যেই বসে থাকতাম। আবার যখন কাফেলা চলতে শুরু করত তখন আমার হাওদাহটি উল্লেব উপর উঠিয়ে দেয়া হত। এভাবে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাই।

যুদ্ধ শেষে আমরা মাদীনার পথে ফিরতে শুরু করি। আমরা মাদীনার নিকটবর্তী হলে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করা হয় এবং এরপর আবার যাত্রার ঘোষণা দেয়া হয়। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ি এবং সেনাবাহিনীর তাঁবু থেকে কিছু দূরে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করে আমি ফিরে আসি। সেনাবাহিনীর তাঁবুর নিকটবর্তী হয়ে আমি গলায় হাত দিয়ে দেখি যে, গলায় হারটি নেই। আমি তখন হার খোঁজার জন্য আবার ফিরে যাই এবং হারটি খুঁজতে থাকি এবং এ জন্য কিছুটা সময় পার হয়ে যায়। ইত্যবসরে সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করে দিল। যে লোকগুলো আমার হাওদাহ উঠিয়ে নিত তারা মনে করল যে, আমি হাওদাহর মধ্যেই রয়েছি, তাই তারা আমার হাওদাহটি উটের পিঠে উঠিয়ে নিল এবং চলতে শুরু করল। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ঐ সময় পর্যন্ত মহিলারা খুব বেশী পানাহার করতনা, ফলে তাদের দেহ বেশী ভারী হতনা। তাই হাওদাহ বহনকারীরা হাওদাহর মধ্যে আমার থাকা না থাকা টেরই পেলনা। তাছাড়া আমি ছিলাম ঐ সময় খুবই অল্প বয়সী মেয়ে। মোট কথা, দীর্ঘক্ষণ পর আমি আমার হারানো হারটি খুঁজে পেলাম। সেনাবাহিনীর বিশ্রামস্থলে পৌঁছে আমি কোন মানুষের নাম নিশানাও পেলামনা। আমি ঐ জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে আমার উটটি বসা ছিল। সেখানে আমি এ অপেক্ষায় বসে পড়লাম যে, সেনাবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে যখন আমার না থাকার খবর পাবে তখন অবশ্যই এখানে লোক পাঠাবে। বসে বসে আমার ঘুম এসে যায়।

ঘটনাক্রমে সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল সুলামী যাকওয়ানী (রাঃ) যিনি সেনাবাহিনীর পিছনে ছিলেন এবং শেষ রাতে চলতে শুরু করেছিলেন, সকালে

এখানে পৌছে যান। একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখে তিনি গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন বলে দেখা মাত্রই চিনে ফেলেন এবং উচ্চ স্বরে তাঁর মুখ দিয়ে **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ** বেরিয়ে পড়ে। তার এ শব্দ শোনা মাত্রই আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি চাদর দিয়ে আমার মুখ ঢেকে ফেলে নিজেকে সামলে নিই। তৎক্ষণাৎ তিনি তার উটটি বসিয়ে দেন এবং আমি উঠে উটের উপর সওয়ার হয়ে যাই। তিনি উটকে উঠিয়ে চালাতে শুরু করেন। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি এবং আমিও তার সাথে কোন কথা বলিনি। **إِنَّا لِلّٰهِ** ছাড়া আমি তার মুখে অন্য কোন কথা শুনিনি। দুপুর নাগাদ আমরা আমাদের যাত্রীদের সাথে একত্রিত হই।

এটুকু ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ধ্বংসপ্রাপ্তরা তিলকে তাল করে প্রচার শুরু করে দেয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা রচনাকারী ছিল আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল। মাদীনায় এসেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং এক মাস পর্যন্ত রোগে ভুগতে থাকি ও বাড়ীতেই অবস্থান করি। আমি নিজেও কিছু শুনিনি এবং কেহ আমাকে কোন কথাও বলেনি। আলোচনা সমালোচনা যা কিছু হচ্ছিল তা লোকদের মধ্যেই হচ্ছিল। আমি ছিলাম এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর। তবে মাঝে মাঝে এরূপ ধারণা আমার মনে জেগে উঠত যে, আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে প্রেম ও ভালবাসা ছিল তা কেন কমে যাচ্ছে? অন্যান্য সময় আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনি আমার প্রতি যে ভালবাসা দেখাতেন, এই রোগের অবস্থায় আমি তা দেখতে পেতামনা। তিনি আমার কাছে আসতেন, সালাম দিতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। এছাড়া তিনি আর কিছু বলতেননা। এতে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেতাম। কিন্তু অপবাদদাতাদের অপবাদ সম্পর্কে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অনবহিত।

ঐ সময় পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতে পায়খানা নির্মিত হয়নি এবং আরাবদের প্রাচীন অভ্যাসমত আমরা আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরা করার জন্য মাঠে গমন করতাম। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ রাতেই যেত। বাড়ীতে পায়খানা তৈরী করতে মানুষ সাধারণভাবে ঘৃণাবোধ করত। অভ্যাসমত আমি উম্মে মিসতাহ বিন্ত আবি রহম ইবনুল মুত্তালিব ইবন আব্দ মানাফের সাথে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরা করার জন্য গমন করি। ঐ সময় আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এই উম্মে মিস্তাহ আমার আবার খালা ছিলেন। তার মা ছিল

সাখর ইব্ন আমিরের কন্যা। তার পুত্রের নাম ছিল মিসতাহ ইব্ন উশাশাহ ইব্ন আব্বাদ ইবনুল মুত্তালিব। আমরা যখন বাড়ী ফিরছিলাম তখন উম্মে মিসতাহর পা তার কাপড়ে জড়িয়ে পড়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে যে, মিসতাহ ধ্বংস হোক। এটা আমার কাছে খুবই খারাপ বোধ হল। আমি তাকে বললাম : আপনি খুব খারাপ কথা উচ্চারণ করলেন, সুতরাং তাওবাহ করুন। আপনি এমন লোককে গালি দিলেন যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তখন উম্মে মিসতাহ বললেন : হে সরলমনা মেয়ে! তুমি কি কিছুই খবর রাখনা? আমি বললাম : ব্যাপার কি? তিনি উত্তরে বললেন : যারা তোমার উপর অপবাদ আরোপ করেছে তাদের মধ্যে সেও একজন। তার এ কথায় আমি খুবই বিস্ময়বোধ করি এবং আমি আরও অসুস্থ হয়ে যাই। বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করেন এবং সালাম দিয়ে আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন।

আমি তাঁকে বললাম : আমাকে আপনি কি আমার পিতার বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আমার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা। তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমি পিতার বাড়ী চলে গেলাম। আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম : আম্মাজান! লোকদের মধ্যে আমার সম্পর্কে কি কথা ছড়িয়ে পড়েছে? উত্তরে তিনি বলেন : তুমি শান্ত হও! এটা তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। এতে তোমার মন খারাপ করার কোনই কারণ নেই। যে স্বামীর কাছে তার কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন স্ত্রী খুবই প্রিয় হয় সেখানে এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমি বললাম : সুবহানাল্লাহ! তাহলে সত্যিই লোকেরা আমার সম্পর্কে এরূপ গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে? তখন আমি শোকে ও দুঃখে এত মুষড়ে পড়ি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। তখন থেকে যে আমার কান্না শুরু হয়, সারা রাত এভাবেই কেটে যায়। এক মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু বন্ধ হয়নি। দিনেও ঐ একই অবস্থা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী আসতে বিলম্ব হয়। তাই তিনি আলী (রাঃ) ও উসামাহ ইব্ন যায়দকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। তিনি আমাকে পৃথক করে দিবেন কিনা এ বিষয়ে এ দু’জনের সাথে পরামর্শ করেন। উসামাহতো (রাঃ) স্পষ্টভাবে বলে দেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার এ স্ত্রীর কোন মন্দগুণ আমার জানা নেই। আমাদের হৃদয় তার মহব্বত, মর্যাদা ও ভদ্রতার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সদা বিদ্যমান। তবে আলী (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আপনার উপর

কোন সংকীর্ণতা নেই। তিনি ছাড়া আরও বহু মহিলা রয়েছে। আপনার বাড়ীর চাকরানীকে জিজ্ঞেস করলে তার সম্পর্কে আপনি সঠিক তথ্য জানতে পারবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ বাড়ীর চাকরানী বারিরাহকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেন : হে বারিরাহ! তোমার সামনে আয়িশার (রাঃ) এমন কোন কাজ কি প্রকাশ পেয়েছে যা তোমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলেছে? উত্তরে বারিরাহ (রাঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! তাকে বদনাম দেয়ার মত কোন কাজ আমি কখনও হতে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, এটুকু শুধু দেখেছি যে, তাঁর বয়স অল্প হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে ঠাসা আটা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে বকরী এসে ঐ আটা খেয়ে নেয়। এ ঘটনার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলনা বলে ঐ দিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিস্বরে উঠে জনগণকে সম্বোধন করে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল সম্পর্কে বলেন : কে এমন আছে যে আমাকে ঐ ব্যক্তির অনিষ্টতা ও কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারে, যে আমাকে কষ্ট দিতে দিতে ঐ কষ্ট আমার পরিবার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে শুরু করেছে? আল্লাহর শপথ! আমার জানা মতে আমার এ স্ত্রীর মধ্যে ভাল গুণ ছাড়া মন্দ গুণ কিছুই নেই। তার সাথে যে ব্যক্তিকে তারা এ কাজে জড়িয়ে ফেলেছে তার মধ্যেও সততা ছাড়া আমি কিছুই দেখিনি। সে আমার সাথেই আমার বাড়ীতে প্রবেশ করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে সা’দ ইব্ন মুআয আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি প্রস্তুত রয়েছি। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে এখনই আমি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি। আর যদি সে আমাদের খায়রাজী ভাইদের মধ্যকার লোক হয় তাহলে আপনি নির্দেশ দিন, আমরা আপনার নির্দেশ পালনে মোটেই ত্রুটি করবনা। তার এ কথা শুনে সা’দ ইব্ন উবাদা (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি খায়রাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি খুবই সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু সা’দ ইব্ন মুআযের (রাঃ) ঐ সময়ের ঐ উজির কারণে তার গোত্রীয় মর্যাদায় আঘাত লাগে। তাই তিনি ওর পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে সা’দ ইব্ন মুআযকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন : তুমি মিথ্যা বললে। না তুমি তাকে হত্যা করবে, না তুমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। সে যদি তোমার গোত্রের লোক হত তাহলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনও পছন্দ করতেনা। তাঁর এ কথা শুনে উসায়ের ইব্ন হুযায়ের (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি ছিলেন সা’দ ইব্ন মুআযের (রাঃ) আত্মীয় সম্পর্কীয় ভাই। তিনি বলতে শুরু

করেন : হে সা'দ ইব্ন উবাদা (রাঃ)! আপনি মিথ্যা বললেন। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। আপনি মুনাফিক বলেই মুনাফিকদের পক্ষপাতিত্ব করছেন।

তখন আউস এবং খায়রাজ গোত্র একে অপরের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতেই আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসরের উপর থেকেই তাদেরকে থামাতে থাকেন। অবশেষে উভয় দল নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও নীরবতা অবলম্বন করেন।

এই তো ছিল সেখানকার ঘটনা। আর আমার অবস্থা এই ছিল যে, সারা দিন আমার কান্নাকাটি করেই কেটে যায় এবং রাতেও আমার ঘুম ছিলনা। আমার পিতা-মাতা ধারণা করলেন যে, এ কান্না আমার কলিজা ফেড়েই ফেলবে। বিষণ্ণ মনে আমার পিতা-মাতা আমার নিকট বসেছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় আনসারের একজন মহিলা আমাদের নিকট আগমন করে এবং সেও আমার সাথে কাঁদতে শুরু করে। আমরা সবাই এভাবেই বসেছিলাম, এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেখানে আগমন ঘটে। তিনি সালাম দিয়ে আমার পাশে বসে পড়েন। আল্লাহর শপথ! যখন থেকে এই অপবাদ ছড়িয়ে পড়ে তখন থেকে ঐ দিনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার পাশে বসেননি। এক মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা ঐরূপই ছিল। এ সময়ের মধ্যে তাঁর উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি। অতএব কোন সিদ্ধান্তেও তিনি পৌঁছতে পারেননি। বসে বসেই তিনি তাশাহহুদ পাঠ করেন।

অতঃপর বলেন : হে আয়িশা! তোমার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি যদি সত্যিই সতী-সাপ্তী থেকে থাক তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা ও সতীত্বের কথা প্রকাশ করে দিবেন। আর যদি প্রকৃতই তুমি কোন পাপে জড়িয়ে পড়ে থাক তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ কর। কারণ বান্দা যখন কোন পাপ কাজে লিপ্ত হবার পর তা স্বীকার করে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তাকে ক্ষমা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটুকু বলার পর নীরব হয়ে যান। তাঁর এ কথা শুনেই আমার কান্না বন্ধ হয়ে যায়। অশ্রু শুকিয়ে যায়। এমন কি এক ফোঁটা অশ্রুও চোখে ছিলনা। আমি আমার পিতাকে বললাম যে, তিনি যেন আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাব

দেন। কিন্তু তিনি বলেন : আমি তাঁকে কি জবাব দিব তা বুঝতে পারছি না। তখন আমি আমার মাকে লক্ষ্য করে বললাম : আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্তর দিন। কিন্তু তিনিও বলেন : আমি তাঁকে কি উত্তর দিব তা খুঁজে পাচ্ছি না। তখন আমি নিজেই জবাব দিতে শুরু করলাম। আমার বয়সতো তেমন বেশী ছিল না এবং কুরআনও আমার বেশী মুখস্থ ছিল না। আমি বললাম : আপনারা সবাই একটা কথা শুনেছেন এবং মনে স্থান দিয়েছেন। আর হয়তো ওটা সত্য বলেই মনে করেছেন। এখন আমি যদি বলি যে, আমি এই বেহায়াপনা কাজ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আল্লাহ তা‘আলা খুব ভাল জানেন যে, আমি আসলেও এ পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত, কিন্তু আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি এটা স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ তা‘আলা খুব ভাল জানেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ, তাহলে আপনারা আমার কথা মেনে নিবেন। এখন আমার ও আপনাদের দৃষ্টান্ততো সম্পূর্ণরূপে আবু ইউসুফের (ইউসুফের (আঃ) পিতা ইয়াকূবের (আঃ) নিম্নের উক্তিটি :

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

সূতরাং পূর্ণ ধৈর্য্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সেই বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১৮) এটুকু বলেই আমি পাশ পরিবর্তন করি এবং আমার বিছানায় শুইয়ে পড়ি।

আল্লাহর শপথ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যেহেতু আমি পবিত্র ও দোষমুক্ত, সেহেতু আল্লাহ তা‘আলা আমার দোষমুক্ত থাকার কথা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করবেন। কিন্তু আমি এটা কল্পনাও করিনি যে, আমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে এবং এ বিষয়টি চিরদিনের জন্য লোকেরা পাঠ করতে থাকবে। আমি নিজেকে অতি নগণ্য মনে করতাম এবং ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হতে পারে। তবে হ্যাঁ, বড় জোর আমার ব্যাপারে এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হয়ত স্বপ্নযোগে আমার দোষমুক্ত হওয়ার কথা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহর শপথ! তখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জায়গা থেকে সরেননি এবং বাড়ীর কোন লোকও বাড়ী হতে বের হননি এমতাবস্থায় তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হতে শুরু করে। তাঁর মুখমণ্ডলে ঐসব নিদর্শন প্রকাশ পায় যা অহীর সময় প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁর ললাট হতে ঘামের পবিত্র ফোঁটা পতিত হতে থাকে। কঠিন শীতের সময়ও অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় ওর গুরুভারের কারণে ঐ অবস্থাই প্রকাশ পেত। অহী অবতীর্ণ

হওয়া শেষ হলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর চেহারা মুবারক খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সর্বপ্রথম তিনি আমার দিকে চেয়ে বলেন : হে আয়িশা! তুমি খুশী হয়ে যাও। কারণ মহান আল্লাহ তোমার দোষমুক্ত হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। তৎক্ষণাৎ আমার মা আমাকে বলেন : হে আমার প্রিয় কন্যা! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে যাও। আমি উত্তরে বললাম : আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সামনে দাঁড়াবনা এবং মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবনা। তিনিই আমার দোষমুক্তি ও পবিত্রতার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। ঐ সময় যে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল তা হল : **إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ** হতে দশটি আয়াত। এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন আমার পবিত্রতা প্রমাণিত হয়ে যায় তখন আমার অপবাদ রচনাকারীদের মধ্যে মিসতাহ ইব্ন উসাসাও (রাঃ) ছিল। আমার পিতা তার দারিদ্র্যতা ও তার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে বরাবরই তাকে যে সাহায্য করে আসছিলেন এবং তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আসছিলেন তা বন্ধ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করে বলেন : আল্লাহর শপথ! আয়িশার বিরুদ্ধে সে যে সব কথা বলেছে সেই কারণে আমি কখনও তার জন্য কোন কিছু ব্যয় করবনা। তখন মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَاللَّهُ هَذَا لَا يَأْتِلُ أَوْلُوا الْفُضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِي الْقُرْبَىٰ
غَفُورٌ رَحِيمٌ পর্যন্ত।

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবেনা। তারা যেন তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নূর, ২৪ : ২২) তখন আবু বাকর (রাঃ) বলে উঠেন : আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন এটা আমি ভালবাসি। অতঃপর তিনি ইতোপূর্বে মিসতাহর (রাঃ) উপর যে খরচ করতেন তা তিনি পুনরায় চালু করে দেন এবং বলেন : আল্লাহর শপথ! কখনও আমি তার থেকে এটা বন্ধ করবনা।

আমার এই ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী যাইনাবকেও (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত স্ত্রীর মধ্যে যাইনাব (রাঃ) আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। কিন্তু তার

আল্লাহ ভীতির কারণে তিনি আমার প্রতি কলংক আরোপ করা হতে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের উত্তরে পরিস্কারভাবে বলেছিলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার কর্ণ ও চক্ষুকে রক্ষিত রাখছি, আল্লাহর শপথ! আমি তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানিনা। অথচ তার বোন হামনাহ বিন্ত জাহাশ আমার সম্পর্কে বহুকিছু বলেছিল এবং আমার বিরুদ্ধে বোনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল। তথাপি যাইনাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) আমার সম্পর্কে একটিও মন্দ কথা উচ্চারণ করেননি। তবে তার বোন আমার অপবাদ রচনায় বড় রকমের ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। (আহমাদ ১/১৯৪, ফাতহুল বারী ৮/৩০৬, মুসলিম ৪/২১২৯, ইবন হিশাম ৩/৩০৯) তিনি আরও বলেন : ইয়াহইয়া ইবন আব্বাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে এবং অন্যত্র আবদুল্লাহ ইবন আবু বাকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযম আনসারী (রহঃ) আমরাহ (রহঃ) হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে উপরে বর্ণিত বিষয়টি হুবহু বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ
 لُّكُمْ যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আয়াতগুলির ভাবার্থ হল : যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল। তারা সংখ্যায় কয়েকজন। হে আবু বাকরের পরিবার! তোমরা এটাকে তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা। বরং ফলাফলের দিক দিয়ে দীন ও দুনিয়ায় এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। দুনিয়ায় তোমাদের সত্যবাদিতা প্রমাণিত হবে এবং আখিরাতে তোমরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আয়িশাকে (রাঃ) নির্দোষ প্রমাণকারী আয়াতসমূহ কুরআনুল কারীমে অবতীর্ণ হবে, যার আশে পাশে মিথ্যা আসতেই পারেনা।

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪২) এ কারণেই যখন উম্মুল মু‘মিনীন আয়িশার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তখন ইবন আব্বাস (রাঃ) তার কাছে হাযির হয়ে বলেন : আপনি

সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। তিনি আপনাকে খুবই ভালবাসতেন এবং আপনি ছাড়া তিনি অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। আপনার দোষমুক্তি সম্বলিত আয়াতসমূহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ যারা (আয়িশার (রাঃ) প্রতি) এই অপবাদ রচনা করেছে তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে পাপ কাজের ফল। আর তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এর দ্বারা অভিশপ্ত আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলকে বুঝানো হয়েছে। সঠিক উক্তি এটাই। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন এবং সে অভিশপ্ত হোক। তবে কেহ কেহ বলেছেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে হাসসান ইব্ন সাবিতকে (রাঃ)। কিন্তু এ উক্তিটি সঠিক নয়।

১২। এ কথা শোনার পর মু‘মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করেনি এবং বলেনি : এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ?

۱۲. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

১৩। তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী হাযির করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি, সেই কারণে তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী।

۱۳. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

অপবাদ না ছড়ানোর ব্যাপারে মু'মিনদেরকে নির্দেশ প্রদান

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যারা আয়িশার (রাঃ) শানে জঘন্য কথা মুখ দিয়ে বের করেছে তাদের জন্য ওটা মোটেই শোভনীয় হয়নি।

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا বরং তাদের উচিত ছিল যে, যখনই তারা ঐ কথা শুনল তখনই তাদের শারয়ী মাসআলা সম্পর্কে তারা ঐ ধারণা করত, যে ধারণা তারা নিজেদের সম্পর্কে করে থাকে। তারা নিজেদের জন্যও এরূপ কাজ মোটেই সমীচীন মনে করেনা। তাহলে উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদাতো তাদের মর্যাদার বহু উর্ধ্বে। ঠিক এ ধরনেরই একটা ঘটনা ঘটেও ছিল।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বর্ণনা করেন : আবু আইউব খালিদ ইব্ন যায়িদ আনসারীকে (রাঃ) তাঁর স্ত্রী উম্মে আইউব (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : আয়িশা (রাঃ) সম্পর্কে যেসব কথা বলা হচ্ছে তা কি আপনি শুনেছেন? উত্তরে তিনি বলেন : হ্যাঁ! এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। হে উম্মে আইউব! তুমিই বলত, তুমি কি কখনও এরূপ কাজ করতে পার? উত্তরে তাঁর স্ত্রী বলেন : নাউযুবিল্লাহ! এ কাজ আমি কখনও করতে পারি না। এটা আমার জন্য অসম্ভব। তখন আবু আইউব (রাঃ) বলেন : তাহলে চিন্তা করে দেখ, আয়িশাতো (রাঃ) তোমার চেয়ে বহুগুণে উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্না (তাহলে তার দ্বারা এ কাজ কিরূপে সম্ভব হতে পারে?)। সুতরাং যখন আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় তখন প্রথমে অপবাদ রচনাকারীদের বর্ণনা দেয়া হয়, অর্থাৎ হাসসান (রাঃ) এবং তার সঙ্গীদের। তারপর এই আয়াতগুলিতে আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রীর এ কথাগুলির বর্ণনা দেয়া হয় যেগুলি উপরে বর্ণিত হল। (তাবারী ১৯/১২৯)

বলা হয়েছে : هَذَا إِفْكٌ مِّبَيْنٌ মু'মিনদের মন পরিষ্কার থাকা উচিত এবং ভাল ধারণা পোষণ করা কর্তব্য। আর মুখেও এরূপ ঘটনাকে খণ্ডন করা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা উচিত। কেননা যতটুকু ঘটনা ঘটেছে তাতে সন্দেহ করার কিছুই নেই। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) খোলাখুলিভাবে সাফওয়ান ইব্নুল মুআত্তালের (রাঃ) সওয়ারীর উপর আরোহণ করেছেন, সবাই তা দেখতে পেয়েছে এবং দিন দুপুরে সেনাবাহিনীর দলের সাথে মিলিত হয়েছেন। সেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যমান রয়েছেন। আল্লাহ না করেন যদি তাঁর পদস্বলন ঘটে থাকত তাহলে এমন খোলাখুলিভাবে সেনাবাহিনীর সাথে

আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে মুখে মন্দ ও অশোভনীয় কথা উচ্চারণ করেছ, জেনে রেখ যে, তোমাদের উপর যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, এইভাবে যে, তিনি দুনিয়ায় তোমাদের তাওবাহ কবুল করেছেন এবং আখিরাতে তোমাদের ঈমানের কারণে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তাহলে তোমরা মুখ দিয়ে যে কথা বের করেছ এ কারণে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি স্পর্শ করত। এই আয়াতটি ঐ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের অন্তরে ঈমান ছিল, কিন্তু ত্বরা প্রবণতার কারণে তাদের মুখ দিয়ে ঐ কথা বেরিয়ে গিয়েছিল। যেমন মিসতাহ (রাঃ), হাসসান (রাঃ) এবং হামনাহ বিন্ত জাহাস (রাঃ)! কিন্তু যাদের অন্তর ছিল ঈমান শূন্য, যারা ঐ তুফান উঠিয়েছিল, যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল এবং তার অনুরূপ মুনাফিকরা এই হুকুমের বহির্ভূত। কেননা তাদের অন্তরে ঈমান ছিলনা, আর না তারা সংকার্য সম্পাদন করত এবং পরে তারা তাদের মিথ্যা কথনকে প্রত্যাহারও করেনি। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, যে অপরাধ ও পাপের উপর যে শাস্তির ভয় দেখানো হয় তা তখনই স্থির হয়ে যায় যদি ওর মুকাবিলায় তাওবাহ না থাকে বা ঐরূপ অথবা ওর চেয়ে বড় সাওয়াব না থাকে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে অর্থাৎ এক মুখ হতে আর এক মুখে এবং আর এক মুখ হতে অন্য মুখে, এভাবে খবরটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

অন্যদের কিরা'আতে إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ রয়েছে। অর্থাৎ যখন তোমরা ঐ মিথ্যা কথা ছড়িয়ে দিচ্ছিলে। সহীহ বুখারীতে বলা হয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) আয়াতটি إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ এভাবে পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪০) তার মতে, এখানে ঐ মিথ্যাবাদীর ঐ মিথ্যাকে বলা হয়েছে যাতে সে অনড় থাকে। তবে প্রথমে যেভাবে আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে ওটিই বেশির ভাগ লোক অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ওভাবে তারা পাঠ করে থাকেন। তবে মু'মিনদের মাতা আয়িশা (রাঃ) দ্বিতীয় পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ তোমরা এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিলনা। তোমরা এ কথাটিকে হালকা মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহর নিকট এটা

ছিল গুরুতর বিষয়। কোন মুসলিমের স্ত্রীর প্রতি এরূপ অপবাদ রচনা করা গুরুতর অপরাধ। আর ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রী। তাহলে তার সম্পর্কে এই অপবাদ রচনা করা কত বড় অপরাধ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ এবং তোমরা একে তুচ্ছ গন্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়। অর্থাৎ তোমরা বলাবলি করছিলে যে, তোমরা যা বলেছ তা এমন কিইবা গুরুতর বিষয়, এ রকম কথাতো হাস্য কৌতুক হিসাবে বলা যেতেই পারে। সে যদি একজন সাধারণ মহিলাও হত এবং এরূপ বদনাম রটানো হত তাহলে আল্লাহর কাছে তা সামান্য বিষয় হতনা। আর এখানে যার ব্যাপারে বদনাম রটানো হয়েছে সেতো নাবীদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর ব্যাপারে করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে এটা অতি জঘন্য ব্যাপার, যা তাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত করেছে। কোন নাবীর স্ত্রীর ব্যাপারেই এরূপ অপবাদ দিলে তিনি এ অবস্থায় শাস্তি না দিয়ে পারতেননা।

এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেন : তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার কাছে ছিল এটা গুরুতর বিষয়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে : কোন কোন সময় মানুষ আল্লাহ তা‘আলার অসম্ভবতার কোন কথা মুখে বলে ফেলে যার কোন গুরুত্ব তার কাছে থাকেনা। কিন্তু ঐ কারণে সে জাহান্নামের এত নিম্ন স্তরে পৌঁছে যায় যত নিম্ন স্তরে আকাশ হতে যমীন রয়েছে। এমন কি তার চেয়েও নিম্নস্তরে চলে যায়। (ফাতহুল বারী ১১/৩১৪, মুসলিম ৪/২২৯০)

১৬। এবং তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললেনা : এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ পবিত্র, মহান! এটাতো এক গুরুতর অপবাদ।

۱۶. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ

১৭। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন : তোমরা যদি মু‘মিন হও তাহলে

۱۷. يَعْظُمُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا

কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করনা।	لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
১৮। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	১৮. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

আরও নাসীহাতের বর্ণনা

পূর্বে লোকদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, ভাল লোকদের সম্পর্কে সত্যাসত্য নিরূপন না করে কোন মন্দ কথা মুখ দিয়ে বের করা যাবেনা। খারাপ ধারণা, জঘন্য অপবাদ এবং শাইতানী কুমন্ত্রণা হতে দূরে থাকতে হবে। কখনও এরূপ খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের করা যাবেনা। যদি অন্তরে এরূপ শাইতানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েও যায় তবুও জিহ্বাকে সংযত রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মাতের অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা করে থাকেন যে পর্যন্ত না ওটা মুখে প্রকাশ করে অথবা কাজে পরিণত করে। (ফাতহুল বারী ১১/৫৫৭, মুসলিম ১/১১৬, ১১৭) মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْامِرَ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ فَكَانَ اللَّهُ بِكُمُ غَافِقًا যখন তোমরা এটা শুনলে তখন কেন বললেনা, ‘এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়’? তোমাদের বলা উচিত ছিল : আমরা এ বেআদবী করতে পারিনা যে, আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সম্পর্কে এরূপ বাজে ও জঘন্য কথা বলে ফেলি। আল্লাহর সত্তা পবিত্র। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْامِرَ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ فَكَانَ اللَّهُ بِكُمُ غَافِقًا আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন : তোমরা যদি মু‘মিন হও তাহলে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি কোন লোক ঈমান থেকে অজ্ঞ থাকে তাহলে

সেতো বেআদব, অভদ্র এবং ভাল লোকদেরকে ঘণাকারী হবেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيُيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। তিনি সর্বজ্ঞ। বান্দার জন্য কি কল্যাণকর তা তিনি সম্যক অবগত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন হুকুমই নিপুণতা শূন্য নয়।

১৯। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মভঙ্গদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা।

۱۹. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অবৈধ যৌন মিলনের ঘটনা না ছড়ানোর ব্যাপারে নাসীহাত

এটা হল তৃতীয় সতর্কতা, যে ব্যক্তি এ ধরনের কথা শুনে তার জন্য ওটা ছড়িয়ে দেয়া হারাম। যারা এ রকম জঘন্য কথা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদেরকে পার্থিব শাস্তি অর্থাৎ হদ লাগানো এবং পারলৌকিক শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। সুতরাং সমস্ত বিষয় আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরিয়ে দেয়া উচিত।

শাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দিওনা, তাদেরকে দোষারোপ করনা এবং তাদের গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করনা। যে তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয় দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তা'আলাও তার দোষ-ত্রুটির পিছনে লাগবেন এবং তাকে লাঞ্ছিত করবেন, এমন কি সে নিজ গৃহে অবস্থান করলেও। (আহমাদ ৫/২৭৯)

২০। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা, এবং আল্লাহ দয়াদ্রু ও পরম দয়ালু।

۲۰. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

২১। হে মু'মিনগণ! তোমরা শাইতানের পদাংক অনুসরণ করনা; কেহ শাইতানের পদাংক অনুসরণ করলে শাইতানতো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়; আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও পবিত্র হতে পারতেনা, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন, এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

۲۱. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍۭ اَبَدًا وَلٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

আল্লাহর করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং
শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা

মহান আল্লাহ বলেন : وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ

رَّحِيمٌ যদি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, দয়া, স্নেহ ও করুণা না হত তাহলে ঐ সময় অন্য কিছু ঘটে যেত। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাওবাহকারীদের তাওবাহ কবুল করে নিয়েছেন ও পবিত্রতা লাভ করতে

ইচ্ছুকদেরকে তিনি শারীয়াতের বিধান মতে শাস্তি প্রদানের পর পবিত্র করেছেন। মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ হে মু'মিনগণ! তোমরা শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা, তার কথামত তাঁর প্রদর্শিত পথে চলনা। সেতো তোমাদেরকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে। সুতরাং তার অনুসরণ করা থেকে তোমাদের বেঁচে থাকা উচিত। তোমাদের কর্তব্য হল তার কাজ-কর্ম এবং কুমন্ত্রণা হতে দূরে থাকা। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : ইহা হল তার আমল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বাজে বিষয় নিয়ে কানাঘুসা করা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : প্রতিটি পাপই হচ্ছে শাইতানী পদক্ষেপ। (দুররুল মানসুর ১/৪০৪) আবু মিজলায (রহঃ) বলেন : পাপ করার ব্যাপারে শপথ করা হল শাইতানী কাজ। (তাবারী ৩/৩০১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও শিরুক ও কুফরী হতে পবিত্র হতে পারতেনা। এটা মহান রবের অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে তাওবাহ করার তাওফীক দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমাদের তাওবাহ কবুল করে তোমাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করেন এবং যাকে চান ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেন। কে সঠিক পথের পথিক এবং কে পথভ্রষ্ট সবই তাঁর গোচরে রয়েছে। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।

২২। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবহস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবেনা; তারা

۲۲. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ

যেন তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا
تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

যাদেরকে সম্পদ প্রদান করা হয়েছে, তাদের প্রতি দান করা এবং সহনশীল হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং দান-খাইরাতকারী তারা যেন এরূপ শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং মুহাজিরদেরকে কিছুই দিবে না। এভাবে তাদের দিকে মনোযোগ ফিরানোর পর তাদেরকে আরও নরম করার জন্য বলেন : وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا তারা যদি কোন ভুল-ত্রুটি করে বসে তাহলে যেন তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের ঐ দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। এটাও আল্লাহ তা‘আলার সহনশীলতা, দয়া, স্নেহ ও অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর সৎ বান্দাদেরকে ভাল কাজেরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

এই আয়াতটি আবু বাকরের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি মিসতাহ ইব্ন উসাসার (রাঃ) প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ ও সাহায্য সহানুভূতি না করার শপথ করেন। কেননা তিনি আয়িশার (রাঃ) প্রতি অপবাদ রচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীরে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

যখন প্রকৃত তথ্য আল্লাহ তা‘আলা প্রকাশ করে দিলেন এবং উম্মুল মু‘মিনীন আয়িশা (রাঃ) সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়ে গেলেন, আর মুসলিমদের অন্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মু‘মিনদের তাওবাহ কবুল করা হল এবং অপবাদ রচনাকারীদের কেহ কেহকে শারীয়াতের বিধান মতে শাস্তি প্রদান করা হল তখন মহান আল্লাহ আবু

বাকরের (রাঃ) মনোযোগ মিসতাহর (রাঃ) দিকে ফিরাতে বলেন, যিনি তাঁর খালাতো ভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই দরিদ্র লোক। আবু বাকর (রাঃ) তাঁকে লালন-পালন করে আসছিলেন। তিনি ছিলেন মুহাজির। কিন্তু ঘটনাক্রমে আয়িশার (রাঃ) এ ঘটনায় তাঁর মুখ খুলে গিয়েছিল। তাঁর উপর অপবাদে হদও লাগানো হয়েছিল। আবু বাকরের (রাঃ) মুক্ত হস্তে দান করার অভ্যাসের কথাটি ছিল সর্বজন বিদিত। তার দান ছিল আপন ও পর সবারই জন্য উন্মুক্ত।

﴿مَّا تَجِبُونَ أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এই আয়াতটি আবু বাকরের (রাঃ) কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলে ফেলেন : হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমরা চাই যে, আল্লাহ তা‘আলা যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর তখন থেকেই তিনি মিসতাহর (রাঃ) সাহায্য ও দান পুনরায় চালু করেন এবং বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই মিসতাহকে (রাঃ) সাহায্য করতে থাকব।

২৩। যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

۲۳. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

২৪। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে -

۲۴. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

২৫। সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন

۲۵. يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمْ

<p>এবং তারা জানবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।</p>	<p>الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ</p>
---	--

সৎ পথ অবলম্বনকারী নারীকে অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে সাবধান বাণী

যারা সাধারণ সতী সাধ্বী, সরলমনা ও মু'মিনা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাদেরকে এখানে আল্লাহর তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাদেরই শাস্তি যদি এরূপ হয় তাহলে যারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী, মুসলিমদের মাতাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাদের শাস্তি কি হতে পারে? বিশেষ করে ঐ স্ত্রীর উপর যার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, যিনি আবু বাকরের (রাঃ) কন্যা ছিলেন।

উলামায়ে কিরামের এর উপর ইজমা রয়েছে যে, এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি আয়িশাকে (রাঃ) অপবাদের সাথে স্মরণ করে সে কাফির। কেননা সে কুরআনুল হাকীমের বিরুদ্ধাচরণ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের ব্যাপারেও সঠিক উক্তি এটাই যে, তারাও আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) মতই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। মহান আল্লাহ বলেন :

لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। যেমন তাঁর উক্তি অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৭)
আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক অপবাদ রচনাকারী এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে এই হুকুম আরও বেশী প্রযোজ্য। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) সাধারণত্বকেই পছন্দ করেন এবং এটা সঠিকও বটে। (তাবারী ১৯/১৩৯)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সাতটি ধ্বংসকারী পাপ

থেকে তোমরা বেঁচে থাক। জিজ্ঞেস করা হল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐগুলো কি? উত্তরে তিনি বললেন : ঐগুলো হল আল্লাহর
সাথে শিরক করা, যাদু করা, বিনা কারণে কেহকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া,
ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের মাইদান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-
সাপ্তী, সরলা মু’মিনা স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ আরোপ করা। (ফাতহুল বারী
৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ যেদিন
তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের
কৃতকর্ম সম্বন্ধে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ)
বলেছেন : মুশরিকরা যখন দেখবে যে, জান্নাতে সালাত আদায়কারীরা ছাড়া আর
কেই প্রবেশ করেনা তখন তারা তাদের শিরকের কথা অস্বীকার করবে। তৎক্ষণাৎ
তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হাত-পা তাদের বিরুদ্ধে
তখন সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। অতএব তারা আল্লাহর কাছে কোন কথাই গোপন
করতে পারবেনা। (দুররুল মানসুর ৭/৩১৯, তাবারী ৮/৩৭৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে,
তিনি বলেন : (একদা) আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট
হাযির ছিলাম এমন সময় তিনি এমনভাবে হেসে ওঠেন যে, তাঁর মুখের ভিতরের
অংশের দাঁতগুলিও দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি বলেন : আমি কেন হাসলাম
তা তোমরা জান কি? আমরা উত্তরে বললাম : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তিনি তখন বলেন : কিয়ামাতের দিন
বান্দা তার রবের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে। সে বলবে : হে আমার রাব্ব! আপনি
কি আমাকে যুলুম হতে বিরত রাখেননি? আল্লাহ তা‘আলা উত্তরে বলবেন : হ্যাঁ।
সে বলবে : আচ্ছা, আজ আমি নিজেই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব, আর কেহ নয়।
আল্লাহ তা‘আলা বলবেন : আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী থাক।
অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলা
করা হবে, তোমরা বলতে থাক। তখন ওগুলি তার সবকিছুই প্রকাশ করে দিবে।
সে তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলবে : তোমরা ধ্বংস হও, তোমাদের পক্ষ
থেকেইতো আমি বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলাম। (মুসলিম ২৯৬৯)

يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল
পুরোপুরি দিবেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : এখানে ‘দীনাহুম’ দ্বারা ‘হিসাব’

বুঝানো হয়েছে। কুরআনে যখনই এ শব্দটি এসেছে তখনই এর অর্থ করা হয়েছে ‘তাদের হিসাব।’ অন্যান্য আলেমগণও একই মত পোষণ করেন। (তাবারী ১৯/১৪১)

এই সময় মানুষ জানতে পারবে যে, আল্লাহর ওয়াদা/অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য। হিসাব গ্রহণে তিনি ন্যায়বান এবং যুল্ম হতে তিনি বহু দূরে। হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে তিনি বান্দার উপর তিল পরিমাণও যুল্ম করবেননা।

২৬। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র
পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ
দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য;
সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র
পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র
পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।
লোকে যা বলে এরা তা থেকে
পবিত্র; এদের জন্য রয়েছে
ক্ষমা এবং সম্মানজনক
জীবিকা।

۲۶. اَلْخَبِيْثَتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ
وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَتِ
وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ
لِلطَّيِّبَتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ
مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيْمٌ

আয়িশার (রাঃ) সততা, যার মানব সন্তানের মধ্যে

সর্বোত্তম ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়েছিল

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এইরূপ মন্দ কথা মন্দ লোকদের জন্যই শোভা পায়। ভাল কথা ভাল লোকদের জন্যই শোভনীয় হয়ে থাকে। অর্থাৎ, মুনাফিকরা আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) প্রতি যে অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর সম্পর্কে যে জঘন্য কথা উচ্চারণ করেছে তার যোগ্য তারাই। কেননা তারাই অশ্লীল ও স্লেচ্ছ। আয়িশা (রাঃ) সতী-সাদ্বী বলে তিনি পবিত্র কথারই যোগ্য। এ আয়াতটিও আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৯/১৪২, দুররুল মানসুর ৬/১৬৭) মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), শা‘বী (রহঃ), হাসান ইব্ন আবুল হাসান বাসরী (রহঃ), হাবিব ইব্ন আবী সাবিত (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীরও (রহঃ)

একে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ১৯/১৪৩, ১৪৪) তিনি এভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, খারাপ লোকেরাই খারাপ কথা প্রচার করে বেড়ায় এবং ভাল লোকদের কাছ থেকে ভাল কথাই প্রচারিত হয়। মুনাফিকরা আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে যে জঘন্য কথা প্রচার করেছিল তা তাদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। তিনিতো উত্তম আমলকারীদের মধ্যে অন্যতম, তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বের। আল্লাহ সুবহানাহ্ বলেন :

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : খারাপ নারীরাই খারাপ পুরুষের জন্য এবং খারাপ পুরুষেরাই খারাপ নারীদের জন্য। অন্যদিকে মু'মিনা নারীরা মু'মিন পুরুষের জন্য এবং মু'মিন পুরুষরা মু'মিনা নারীদের জন্য। (তাবারী ১৯/১৪৪) আয়াতটির পরিষ্কার অর্থ এই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি সব দিক দিয়েই পবিত্র, তাঁর বিয়েতে যে আল্লাহ তা'আলা অসতী ও স্লেচ্ছা নারী প্রদান করবেন এটা অসম্ভব। কলুষিতা নারী কলুষিত পুরুষের জন্য শোভনীয়। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন :

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ লোকে যা বলে তারা তা হতে পবিত্র। এই দুষ্ট লোকদের মন্দ ও ঘৃণ্য কথায় তারা যে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে এটাও ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা লাভের কারণ। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী বলে জান্নাতে আদনে তাঁর সাথেই থাকবে।

২৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করনা; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

۲۷. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

২৮। যদি তোমরা গৃহে কেহকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

۲۸. فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا
فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ
لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا
فَارْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

২৯। যে গৃহে কেহ বাস করেনা তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

۲۹. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ
فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

কারও গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি চাওয়া এবং উহার আদব

এখানে শারীয়াত সম্মত আদব বা ভদ্রতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। ঘোষিত হচ্ছে : কারও বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা কর। অনুমতি পেলে প্রবেশ কর। প্রথমে সালাম বল। প্রথমবারের অনুমতি প্রার্থনায় যদি অনুমতি না মিলে তাহলে দ্বিতীয়বার অনুমতি চাও। এবারেও অনুমতি না পেলে তৃতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি এই তৃতীয়বারেও অনুমতি না পাও তাহলে ফিরে যাও।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা আবু মূসা (রাঃ) উমারের (রাঃ) নিকট গমন করেন। তিনবার তিনি তাঁর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চান। যখন কেহই তাঁকে ডাকলেননা তখন তিনি ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পর উমার (রাঃ) লোকদেরকে বললেন : দেখতো, আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রাঃ) ভিতরে আসতে

চাচ্ছেন। তাকে ভিতরে ডেকে নাও। এক লোক বাইরে এসে দেখে যে, তিনি ফিরে গেছেন। লোকটি গিয়ে উমারকে (রাঃ) এ খবর দিল। পরে উমারের (রাঃ) সাথে আবু মুসা (রাঃ) সাক্ষাৎ হলে উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন : আপনি ফিরে গিয়েছিলেন কেন? উত্তরে আবু মুসা (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ এই যে, তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পরেও অনুমতি না পেলে ফিরে আসতে হবে। আপনার ওখানে গিয়ে আমি ভিতরে প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে হাদীসের উপর আমল করে ফিরে এসেছি। উমার (রাঃ) তখন তাকে বলেন : আপনি এ হাদীসের পক্ষে সাক্ষী নিয়ে আসুন, অন্যথায় আমি আপনাকে শাস্তি দিব। আবু মুসা (রাঃ) ফিরে এসে আনসারের এক দলের কাছে হাযির হন এবং তাদের সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আনসারগণ বলেন : এটাতো সাধারণ মাসআলা। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন এবং আমরা শুনেছি। আমরা আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে অল্প বয়সী ছেলেটিকেই আপনার সাথে পাঠাচ্ছি। সে’ই সাক্ষ্য দিয়ে আসবে। অতঃপর আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) গেলেন এবং উমারকে (রাঃ) বললেন : আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ কথা শুনেছি। ঐ সময় উমার (রাঃ) আফসোস করে বলেন : বাজারের লেন-দেন আমাকে এই মাসআলা থেকে উদাসীন রেখেছে। (তাবারী ১৯/১৪৪)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন : আনাস (রাঃ) হতে অথবা অন্য কেহ হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা’দ ইব্ন উবাদাহর (রাঃ) কাছে (তঁার বাড়ীতে প্রবেশের) অনুমতি চান। তিনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন। সা’দ (রাঃ) উত্তরে ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন। কিন্তু তিনি এমন নিম্ন স্বরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনতে পাননি। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার সালাম দেন এবং তিনবারই একই অবস্থা ঘটে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে ফিরে আসতে শুরু করেন। এ দেখে সা’দ (রাঃ) তঁার পিছনে দৌড়ে এসে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার প্রত্যেক সালামের শব্দই আমার কানে পৌঁছেছে এবং প্রত্যেক সালামের আমি জবাবও দিয়েছি, কিন্তু আপনার দু’আ ও বারাকাত বেশী প্রাপ্তির আশায় এমন স্বরে সালামের জবাব দিয়েছি যেন আপনার কানে না পৌঁছে। সুতরাং মেহেরবানী করে এখন আমার বাড়ী ফিরে

চলুন। তার এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (সা’দের রাঃ) বাড়ীতে ফিরে আসেন। সা’দ (রাঃ) তাঁর সামনে কিশমিশ পেশ করেন। তিনি তা খেয়ে বলেন : তোমার এ খাদ্য সৎ লোকে আহার করুন এবং মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী তোমার প্রতি রাহমাতের জন্য প্রার্থনা করুন। তোমার এ খাদ্য দ্বারা সিয়াম পালনকারীগণ ইফতার করুন। (আহমাদ ৩/১৩৮)

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, বাড়ীতে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনাকারী দরজার সামনে দাঁড়াবেনা। বরং তাকে ডানে বা বামে একটু সরে দাঁড়াতে হবে। কেননা সুনান আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারও বাড়ী যেতেন তখন তিনি তার বাড়ীর দরবার ঠিক সামনে দাঁড়াতেননা। বরং এদিক-ওদিক একটু সরে দাঁড়াতেন। আর তিনি সালাম দিতেন। তখন পর্যন্ত দরবার উপর পর্দা টানানোর কোন ব্যবস্থা ছিলনা। (আবু দাউদ, ৫/৩৭৪)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে : কেহ যদি তোমার বাড়ীতে তোমার অনুমতি ছাড়াই উঁকি মারে এবং তুমি তাকে পাথর মেরে দাও, আর এর ফলে যদি তার চক্ষু বিদীর্ণ হয় তাহলে তাতে তোমার কোন অপরাধ হবেনা। (ফাতহুল বারী ১২/২৫৩, মুসলিম ৩/১৬৯৯)

বর্ণিত আছে যে, একদা যাবির (রাঃ) তাঁর পিতার ঋণ আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন। তিনি দরযায় করাঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন : কে? যাবির (রাঃ) উত্তরে বলেন : আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমি, আমি? তিনি যেন ‘আমি’ বলাকে অপছন্দ করলেন। (ফাতহুল বারী ১১/৩৭, মুসলিম ৩/১২৯৬, আবু দাউদ ৫/৩৭৪, তিরমিযী ৭/৪৯১, নাসাঈ ৬/৯০, ইব্ন মাজাহ ৩/১২২২) কেননা ‘আমি’ বলায় ঐ ব্যক্তি কে তা জানা যায়না যে পর্যন্ত না নাম বা কুনিয়াত বলা হবে। ‘আমি’তো প্রত্যেকেই নিজের জন্য বলতে পারে। অতএব এর দ্বারা প্রকৃত অনুমতি প্রার্থনাকারীর পরিচয় লাভ করা যেতে পারেনা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ‘মানুষের জন্য সহজ করে দেয়া’ এর অর্থ হল কারও গৃহে প্রবেশ করার ব্যাপারে অনুমতি নেয়া। অন্যান্যরাও এ মত পোষণ করেন। (তাবারী ১৯/১৪৬)

কালাদাহ ইবনুল হাসল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মাক্কা বিজয়ের সময় সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) মুসলিম হওয়ার পর একদা তাকে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ঐ সময় উপত্যকার উঁচু স্থানে অবস্থান করছিলেন। কালাদাহ ইবনুল হাম্বল (রাঃ) সালাম প্রদান ও অনুমতি প্রার্থনা ছাড়াই তাঁর নিকট পৌঁছে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন : ফিরে যাও এবং বল : আসসালামু আলাইকুম, আমি আসতে পারি কি? (আহমাদ ৩/৪১৪, আবু দাউদ ৫/৩৬৮, তিরমিযী ৭/৪৯০, নাসাঈ ৬/৮৭)

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, ‘আতা ইব্ন রাবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনটি আয়াত এমন রয়েছে যেগুলির আমল মানুষ পরিত্যাগ করেছে। একটি এই যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩) অথচ লোকদের ধারণায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হল ঐ ব্যক্তি যার বাড়ী বড় এবং যে সম্পদ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী। আর কারও বাড়িতে প্রবেশের ব্যাপারে আদব ও ভদ্রতার আয়াতগুলির উপর আমলও মানুষ ছেড়ে দিয়েছে। ‘আতা (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন : আমার বাড়ীতে আমার পিতৃহীন বোনেরা রয়েছে, যারা একই ঘরে থাকে। তাদের কাছে গেলেও কি আমাকে অনুমতি নিতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন : হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাকে অনুমতি নিতে হবে। ‘আতা (রহঃ) দ্বিতীয়বার তাকে ঐ প্রশ্নই করেন যে, হয়ত কোন ছাড়ের (অব্যাহতির) সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু এবারও ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : তুমি কি তাদেরকে অনাবৃত অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? তিনি জবাবে বলেন : না। তিনি বললেন : তাহলে অবশ্যই তোমাকে অনুমতি নিতে হবে। ‘আতা (রহঃ) তৃতীয়বার ঐ প্রশ্নই করেন। তিনি জবাবে বলেন : তুমি কি আল্লাহর হুকুম মানবেনা? তিনি উত্তর দেন : হ্যাঁ, অবশ্যই মানবো। তখন তিনি বললেন : তাহলে অবশ্যই তুমি তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিবে।

অন্যত্র ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, তাউস (রহঃ) আমাকে বলেন যে, তার পিতা বলেছেন : যাদের সাথে চিরতরে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদেরকে আমি তাদের অনাবৃত অবস্থায় দেখে ফেলি এর চেয়ে জঘন্য বিষয় আমার কাছে আর কিছুই নেই। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেন : আমি শুনেছি যে, হুযাইল ইব্ন সুরাহবিল আল আউদী

আল আমাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন : তুমি তোমার মায়ের কক্ষে প্রবেশ করার সময়েও তার অনুমতি চাবে।

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি ‘আতাকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন : অনুমতি না নিয়ে কি স্ত্রীর কাছেও যাওয়া যাবেনা? উত্তরে তিনি বলেন : এখানে অনুমতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাকেও সংবাদ দিলে অবশ্যই তা হবে উত্তম। এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ঐ সময় হয়ত স্ত্রী এমন অবস্থায় রয়েছে, যে অবস্থায় তার স্বামী তাকে দেখুক এটাও সে পছন্দ করেনা।

যাইনাব (রাঃ) বলেন : আমার স্বামী আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) যখন আমার কাছে আসতেন তখন তিনি গলা খাঁকর দিতেন অথবা থুথু ফেলতেন যাতে বাড়ীর লোকেরা তার আগমন সংবাদ জানতে পারে এবং তিনি যা অপছন্দ করেন সেই অবস্থায় যেন কেহকে দেখতে না পান। (তাবারী ১৯/১৪৮)

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, অজ্ঞতার যুগে সালামের কোন প্রচলন ছিলনা। একে অপরের সাথে মিলিত হত, কিন্তু তাদের মধ্যে সালামের আদান-প্রদান হতনা। কারও সাথে দেখা হলে তারা বলত : ‘শুভ সকাল’ ‘শুভ সন্ধ্যা।’ কেহ কারও বাড়ী গেলে অনুমতি নিতনা, এমনিতেই প্রবেশ করত। প্রবেশ করার পরে বলত : ‘আমি এসে গেছি।’ এর ফলে কোন কোন সময় বাড়ীর লোকদের বড়ই অসুবিধা হত। এমনও হত যে, বাড়ীতে তারা স্ত্রী পরিবার নিয়ে এমন অবস্থায় থাকত, যে অবস্থায় তারা কারও প্রবেশকে খুবই অপছন্দ করত। আল্লাহ তা‘আলা এই কু-প্রথাগুলো সুন্দর আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে দূর করে দেন। (দুররুল মানসুর ৬/১৭৬) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন : **ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ** এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। এতে আগমনকারী ও বাড়ীর লোক উভয়ের জন্যই শান্তি ও কল্যাণ রয়েছে। এগুলি তোমাদের জন্য উপদেশ ও শুভাকাঙ্ক্ষা। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ যদি তোমরা গৃহে কেহকেও না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। কেননা এটা হল অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা, যা বৈধ নয়। বাড়ীর মালিকের এ অধিকার রয়েছে যে, ইচ্ছা হলে সে অনুমতি দিবে, না হলে দিবেনা।

وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ যদি তোমাদেরকে বলা হয় : ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এতে মন খারাপ করার কিছুই নেই। বরং এটাতো বড়ই উত্তম পস্থা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : কোন কোন মুহাজির (রাঃ) দুঃখ করে বলতেন : আমাদের জীবনে এই আয়াতের উপর আমল করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অনুমতি চাওয়ার পর যদি কেহ আমাকে বলত ‘ফিরে যাও’ তাহলে আমি ফিরে যেতাম। তবে তা অতি সম্ভ্রষ্ট চিন্তে নয়, যদিও আল্লাহ সুবহানাহ বলেন : وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (তাবারী ১৯/১৫০) এরপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা বলেন :

يَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ যে গৃহে কেহ বাস করেনা তাতে তোমাদের দ্রব্য-সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ নেই। এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত হতে বিশিষ্ট। এতে ঐ ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অবকাশ রয়েছে যে ঘরে কেহ বাস করেনা এবং ওর মধ্যে কারও কোন আসবাবপত্র থাকে। যেমন অতিথিশালা ইত্যাদি। এখানে প্রবেশের একবার যখন অনুমতি পাওয়া যাবে তখন বারবার আর অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই এ আয়াতটি যেন পূর্ববর্তী আয়াত হতে স্বতন্ত্র।

৩০। মু‘মিনদেরকে বল : তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে; এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে; তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।

۳۰. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

দৃষ্টি নীচু করা

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু‘মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন : যেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমি হারাম করেছি ওগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করনা। হারাম জিনিস হতে চক্ষু নীচু করে নাও। যদি আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়েই যায় তাহলে দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি ফেলনা।

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : সাথে সাথেই দৃষ্টি সরিয়ে নিবে। (মুসলিম ৩/১৬৯৯)

সহীহ হাদীসে আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পথের উপর বসা হতে তোমরা বেঁচে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে এবং কথা বলাও যরুরী হয়? উত্তরে তিনি বললেন : এমতাবস্থায় পথের হক আদায় করবে। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পথের হক কি? জবাবে তিনি বললেন : দৃষ্টি নিম্নমুখী করা, সালামের উত্তর দেয়া, ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। (ফাতহুল বারী ৫/১৩৪)

আবুল কাসিম আল বাগাবী (রহঃ) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : তোমরা আমাকে ছ’টি জিনিসের নিশ্চয়তা দাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিব। ছ’টি জিনিস হল : কথা বলার সময় মিথ্যা বলনা, আমানাতের খিয়ানাত করনা, ওয়াদা ভঙ্গ করনা, দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখবে, হাতকে যুলুম করা হতে বাঁচিয়ে রাখবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করবে। (তারিখ আল খাতীব ৭/৩৯২, তাবারানী ৮/৩১৪, ইব্ন হিব্বান ২/২০৪)

দৃষ্টি পড়ার পর অন্তরে ফাসাদ সৃষ্টি হয় বলেই লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার জন্য দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দৃষ্টিও ইবলীসের তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর। সুতরাং ব্যভিচার হতে বেঁচে থাকার জন্য দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখাও যরুরী। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ

যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংযত রাখে। (সূরা মু‘মিনুন, ২৩ : ৫) হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : নিজের

লজ্জাস্থানের হিফাযাত কর, তোমার স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া। (আহমাদ ৫/৩, আবু দাউদ ৪/৩০৪, তিরমিযী ৮/৫৩, নাসাঈ ৫/৩১৩, ইব্ন মাজাহ ১/৬১৮) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

لَهُمْ ذَلِكْ أَرْكَى لَهُمْ নিষ্কলুষ থাকার ব্যাপারে এটাই তাদের জন্য উত্তম। অর্থাৎ তাদের অন্তর পবিত্র রাখার ব্যাপারে এটাই উত্তম পন্থা। যেমন বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে হারাম জিনিসের উপর নিক্ষেপ করেনা, আল্লাহ তার চক্ষু জ্যোতির্ময় করে তোলেন এবং তার অন্তরও আলোকময় করে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ তারা যা করে আল্লাহ সেই বিষয়ে অবহিত। তাদের কোন কাজ তাঁর কাছে গোপন নেই।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ১৯)

সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইব্ন আদমের যিম্মায় ব্যভিচারের অংশ লিখে দেয়া হয়েছে, সে অবশ্যই তা পাবে। চোখের ব্যভিচার হল দেখা, মুখের ব্যভিচার বলা, কানের ব্যভিচার হল শোনা, হাতের ব্যভিচার স্পর্শ করা এবং পায়ের ব্যভিচার হল চলা। অন্তর কামনা ও বাসনা রাখে। অতঃপর যৌনাঙ্গ এ সবগুলোকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে অথবা সবগুলোকে মিথ্যাবাদী বানিয়ে দেয়। (ফাতহুল বারী ১১/২৮, মুসলিম ৪/২০৪৭) পূর্বযুগীয় অনেক মনীষী দাড়ি গজায়নি এমন বালকদের দিকে ফিরে তাকাতেও পুরুষদেরকে নিষেধ করতেন।

৩১। ঈমান আনয়নকারিনী নারীদেরকে বল : তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ব্যতীত

۳۱. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না ফেলে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

مِنْهَا وَلَيَضْرِبَنَّ يَخْمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ هُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ
غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبَنَّ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

পর্দা করার আদেশ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা ঈমান আনয়নকারিণী নারীদেরকে হুকুম করছেন যাতে মর্যাদাশীল পুরুষদের মনে সান্ত্বনা আসে এবং অজ্ঞতা যুগের জঘন্য প্রথার অবসান ঘটে।

এ ছাড়া এটি হচ্ছে জাহিলিয়াত যামানার আচরণের অনুসরণ। বেপর্দা কাফির নারীদের সাথে পর্দা করা সম্মানিতা মুসলিম মহিলাদেরকে পার্থক্য করার এটি একটি বিশেষ প্রথা। পর্দা করার ব্যাপারে যে আয়াত নাযিল হয়েছে তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন : আমরা শুনেছি, তবে আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আসমা বিন্ত মুরশিদাহ (রাঃ) বানী হারিশাহ এলাকায় তার নিজ গৃহে বাস করতেন এবং তার প্রতিবেশি মহিলারা তার কাছে আসা-যাওয়া করত। তাদের পরিধানের কাপড় পায়ের নিচ পর্যন্ত না থাকার কারণে তাদের পায়ের টাখনু দেখা যেত। তারা বক্ষ ও চুল খুলে রাখা অবস্থায় আসত। আসমা (রাঃ) বলেন : এটা কতই না জঘন্য প্রথা! ঐ সময় এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ১৪৩৮৯, মূরসাল)

সুতরাং নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, **وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ** মুসলিম নারীদেরকেও তাদের চক্ষু নিম্নমুখী রাখতে হবে। স্বামী ছাড়া আর কারও দিকে কাম-দৃষ্টিতে তাকানো যাবেনা।

কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, ইচ্ছা না থাকা অবস্থায় মহিলারা তাদের মাহরাম নয় এমন ব্যক্তিকে দেখতে পারবেন। এ বিষয়ে তারা একটি হাদীসের উল্লেখ করে থাকেন। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে ইথিওপীয়দের বর্শা নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা দেখছিলেন। সেদিন ছিল ঈদের দিন। মু‘মিনদের মা আয়িশা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। যখন তাদের প্রতিযোগিতা দেখতে আর ভাল লাগছিলনা তখন আয়িশা (রাঃ) ওখান থেকে চলে যান। (বুখারী ৪৫৪)

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে হিফাযাত

করা। আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন : কুরআনের যেখানেই গোপনাস্তের হিফাযাতের কথা বলা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হবে অবৈধ যৌনাচার থেকে মুক্ত থাকা। এর ব্যতিক্রম হল **وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ** এ আয়াতটি, যার অর্থ হচ্ছে অন্যরা যাতে দেখতে না পায় সেইভাবে হিফাযাতে রাখবে। (তাবারী ১৯/১৫৪) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا তারা যেন তাদের সৌন্দর্য মাহরিম ছাড়া অন্যদেরকে প্রদর্শন না করে, শুধুমাত্র ঐ অংশ ছাড়া যা কোনভাবেই আড়াল করে রাখা যায়না। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : তা হল পরিধেয় কাপড়, বোরখা ইত্যাদি। অর্থাৎ মহিলারা তাদের পোশাকের উপর যে বোরখা পরিধান করেন তা সরে গিয়ে যদি পরিধেয় বস্ত্র কখনও কখনও দেখা যায় তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এটা তার ইচ্ছাকৃত নয় এবং এটা বন্ধ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। হাসান (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), আবুল জাওয়া (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং আরও অনেকে ইব্ন মাসউদের (রাঃ) এ মতামতের অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ১৯/১৫৬) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ তারা এমন পোশাক ব্যবহার করবে যেন তাদের গলা, বুক কিংবা পাজর দেখা না যায়, যাতে তাদেরকে জাহিলিয়াতী মহিলাদের থেকে আলাদা করা যায়।

خَمَر শব্দটি **خِمَار** শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক ঐ জিনিসকে **خِمَار** বলা হয় যা ঢেকে ফেলে। দো-পাট্টা মাথাকে ঢেকে ফেলে বলে ওটাকেও **خِمَار** বলা হয়। বেপর্দা নারীরা মানুষের সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় তাদের উন্মুক্ত বক্ষ প্রকাশ করে বেড়ায়, তাদের গলা, কপাল, চুল, এমনকি কানে ব্যবহৃত গহনাও প্রকাশমান থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনা নারীদেরকে আদেশ করছেন, তারা যেন নিজেদেরকে ঢেকে চলাফিরা করেন। তিনি আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মু'মিনা নারীদেরকে বল : তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্‍যুক্ত করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৯)

আয়িশা (রাঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলাদের উপর রহম করুন যারা প্রথম প্রথম হিজরাত করেছিল। যখন **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তারা নিজেদের চাদর ফেড়ে দো-পাট্টা বানিয়েছিল। কেহ কেহ নিজের তহবন্দের পাশ কেটে নিয়ে ওটা দ্বারা মাথা ঢেকে নেয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪৭)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ পুরুষ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদের সামনে নারীরা থাকতে পারে। খুব সাজসজ্জা ছাড়া লজ্জাবনতা অবস্থায় তাদের সামনে তারা যাতায়াত করতে পারে। যদি বাহ্যিক কোন আভরণের উপর তাদের দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে এতে কোন অপরাধ হবেনা। তবে স্বামী এর ব্যতিক্রম। কেননা নারী তার সামনে পূর্ণ সাজ-সজ্জার সাথে থাকতে পারবে। ইব্ন মুনযির (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : চাচা ও মামার সাথেও বিবাহ নিষিদ্ধ, তথাপি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ এই যে, তারা হয়তো তাদের ছেলেদের সামনে তাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগিনেয়ীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। এ জন্যই তাদের সামনেও দো-পাট্টা বাঁধা ছাড়া আসা উচিত নয়। (তাবারী ১৯/১৬০) স্বামীর ব্যাপারেও এই যে, স্ত্রীর সবকিছুই তার জন্য। অর্থাৎ স্বামীর খুশির জন্য স্ত্রী তার মনের মত করে সব ধরনের সাজ-গোজ করবে। তবে ঐ সাজ-সজ্জা নিয়ে সে স্বামী ছাড়া আর কারও কাছে যাবেনা।

এ আয়াতে নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম নারীরা পরস্পরের সামনে নিজেদের আভরণ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু অমুসলিম নারীর সামনে যেমন ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু নারীদের সামনে মুসলিম নারী তার আভরণ প্রকাশ করবেনা। এর কারণ এই যে, খুব সম্ভব ঐ অমুসলিম নারীরা তাদের স্বামীদের সামনে ঐ মুসলিম নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। মুসলিম নারীদের ব্যাপারেও এই আংশকা আছে বটে, কিন্তু শারীয়াত এটা হারাম করে

দিয়েছে বলে তারা এরূপ করতে পারবেনা। কিন্তু অমুসলিম নারীকে এর থেকে বাধা দিবে কিসে?

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে অন্য নারীর সাথে সাক্ষাত হলে তার সৌন্দর্যের বর্ণনা তার স্বামীর সামনে এমনভাবে বলে যেন তার স্বামী ঐ নারীকে স্বয়ং দেখছে। (ফাতহুল বারী ৯/২৫০)

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ এবং তাদের ডান হাত যাদের অধিকারী। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে মূর্তি পূজকদের যে সমস্ত মহিলা মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে। ঐ মহিলাদের সামনে মুসলিম মহিলারা তাদের সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করতে পারবে, সে কাফিরা/মুশরিকা হলেও তাদের দাসী হিসাবে গন্য হচ্ছে। (তাবারী ১৯/১৬০) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিবও (রহঃ) অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। (দুররুল মানসুর ৬/১৮৩) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

الرَّجَالِ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন-কামনা রহিত তাদের সামনেও আভরণ প্রকাশ করা যাবে। অর্থাৎ গৃহের কর্মচারীদের মধ্যে যাদের পুরুষত্ব নেই এবং মহিলাদের প্রতি কোনই আকর্ষণ নেই তাদের হুকুম মাহরিম আত্মীয় পুরুষদের মতই। অর্থাৎ এসব আভরণ তাদের সামনে প্রকাশ করা যাবে। কিন্তু সেই খোজা, যার মুখের ভাষা খারাপ এবং সদা মন্দ কথা ছড়িয়ে বেড়ায় সে এই হুকুম বহির্ভূত।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক খোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীতে আসে। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এই আয়াতের মর্মানুষায়ী লোকটিকে আসতে নিষেধ করেননি। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়েন। ঐ সময় সে এক মহিলার কথা বর্ণনা করছিল : সে যখন আসে তখন তার পেটের উপর চারটি ভাঁজ পড়ে এবং যখন ফিরে যায় তখন আটটি ভাঁজ দৃষ্টিগোচর হয়। তার এ কথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘সাবধান! এরূপ লোককে কখনও আসতে দিবেনা। অতঃপর তাকে মাদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সে তখন বাইদা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকে। প্রতি শুক্রবার সে পানাহারের জন্য কিছু জিনিস নিয়ে চলে যেত। (মুসলিম ৪/১৭১৫, আহমাদ ৬/১৫২, আবু দাউদ ৫/২২৪, নাসাঈ ৫/৩৯৫)

أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের সামনে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যারা এখনো মহিলাদের বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়, মহিলাদের প্রতি যাদের লোলুপ দৃষ্টি এখনো পতিত হয়না। তবে হ্যাঁ, যদি তারা এমন বয়সে পৌঁছে যে, মহিলাদের সুশ্রী হওয়া বা বিশ্রী হওয়ার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে এবং তাদের সৌন্দর্যে তারা মুগ্ধ হয়ে যায় তাহলে তাদের থেকেও পর্দা করতে হবে, যদিও তারা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ না করে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা মহিলাদের কাছে আসা-যাওয়া হতে বেঁচে থাক। প্রশ্ন করা হল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দেবর ও ভাসুর সম্পর্কে আপনার মত কি? উত্তরে তিনি বলেন : দেবর ও ভাসুরতো মৃত্যু (সমতুল্য)। (ফাতহুল বারী ৫/২৪২, মুসলিম ৪/১১৭১)

রাস্তায় হাটীর সময় মহিলাদের চলার ভদ্রতা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ গোপন অভরণ প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না করে। অজ্ঞতার যুগে এরূপ হত যে, মহিলারা চলার সময় যমীনের উপর সজোরে পা ফেলত যাতে পায়ের অলংকার বেজে উঠে। ইসলামে এরূপ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং নারীদেরকে প্রতিটি এমন কাজ থেকে নিষেধ করে দেয়া হয় যাতে তাদের গোপন অভরণ প্রকাশ পেয়ে না যায়। তাই তার জন্য আতর ও সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়াও নিষিদ্ধ, যাতে সুগন্ধির কারণে তাদের মনে কোন কিছুইর কামনা বাসনা জাগতে না পারে।

আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক চক্ষু ব্যভিচারী। যখন নারী আতর মেখে, ফুল পরে, সুগন্ধি ছড়িয়ে পুরুষদের কোন মাজলিসের পাশ দিয়ে গমন করে তখন সে এরূপ এরূপ (অর্থৎ ব্যভিচারিণী)। (তিরমিযী ৮/৭০, আবু দাউদ ৪/৪০০, নাসাঈ ৮/১৫৩)

এরই আলোকে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মহিলারা রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাফিরা করবেনা। কারণ এতে চরিব্রহীন স্বেচ্ছাচারী নারীদের আচরণ প্রকাশ পায়। আবু উসাইদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে আসার সময় পথে পুরুষ ও

নারীদেরকে একত্রে মিলে-মিশে চলতে দেখে বলেন : হে নারীরা! তোমরা এদিকে ওদিকে হয়ে যাও। মাঝপথ দিয়ে চলা তোমাদের জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলবে। তাঁর এ কথা শুনে নারীরা দেয়াল ঘেঁষে চলতে শুরু করে। এমনকি দেয়ালের সাথে তাদের কাপড়ের ঘর্ষণ লাগছিল। (আবু দাউদ ৫/৪২২) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

هَـ مُؤْمِنِـنَـغَـنْ! وَتُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমার বাতলানো গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যাও। অজ্ঞতার যুগের বদ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ কর। তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

وَ تُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

আদেশ করা হয়েছে সেইভাবে সুন্দর ও প্রশংসনীয় উপায়ে ঐ আমল করতে থাক এবং অজ্ঞতা যুগের লোকদের আচরণ পরিত্যাগ কর। মনে রেখ যে, সফল পরিণাম তাদেরই জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করতে বলেছেন তা পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকে। তোমাদের কামিয়াবী হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহকে মেনে চলার মধ্যে।

৩২। তোমাদের মধ্যে যারা “আইয়িম” (বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা মহিলা) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সং তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহতো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

۳۲. وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

৩৩। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ

۳۳. وَلَيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا

অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের মধ্যে কেহ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও; আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করা, আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, সেরূপ ক্ষেত্রে তাদের উপর যবরদস্তির পর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا
فَتْيَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৩৪। আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।

۳۴. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ
مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا
مِّن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

সামর্থ্যবানদের বিয়ে করার আদেশ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন বিষয়ে হুকুম করেছেন। প্রথমে তিনি বিয়ের ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন। وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে যারা ‘আইয়িম’।

আলেম জামা‘আতের মতামত এই যে, যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব। দলীল হিসাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের বাণীটি গ্রহণ করেছেন : হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে সে যেন বিয়ে করে। বিয়ে হল দৃষ্টিকে নিম্নমুখীকারী এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষাকারী। আর যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখেনা সে যেন সিয়াম পালন করে। এটাই তার জন্য আত্মরক্ষাকারী। (ফাতহুল বারী ৯/১৪, মুসলিম ২/১০১৯)

সুনান গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বিয়ে কর এবং সন্তানদের জনক হও, যেন তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। আমি তোমাদের মাধ্যমে কিয়ামাতের দিন অন্যান্য উম্মাতের উপর গর্ব করব।

أَيَامَىٰ শব্দটি أَيِّ শব্দের বহু বচন। জাওহারী (রহঃ) বলেন যে, ভাষাবিদদের মতে বিপত্নীক পুরুষ ও বিধবা নারীকে أَيِّ বলা হয়। সে বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য বলেন :

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ যদি সে দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ তাকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী বানিয়ে দিবেন, তা সে আযাদই হোক অথবা গোলামই হোক।

ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, বিবাহ দ্বারা তোমরা ঐশ্বর্য অনুসন্ধান কর। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ তারা দরিদ্র হলে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। (তাবারী ১৯/১৬৬, বাগাবী ৩/৩৪২)

আল লাইস (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবন আযলান (রহঃ) থেকে, তিনি সাঈদ আল মাকবুরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন প্রকারের লোককে আল্লাহ তা‘আলা সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা হল বিবাহকারী যে

ব্যভিচার হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে, ঐ গোলাম - স্বাধীন হওয়ার জন্য মালিকের সাথে যে তার চুক্তিকৃত টাকা আদায় করার ইচ্ছা রাখে এবং আল্লাহর পথের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী। (আহমাদ ২/২৫১, তিরমিযী ৫/২৯৬, নাসাঈ ৬/৬১, ইবন মাজাহ ২/৮৪১)

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির বিবাহ একটি স্ত্রীলোকের সাথে দিয়ে দেন যার কাছে তার একটি মাত্র লুঙ্গী ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এমনকি সে একটি লোহার আংটি ক্রয় করতেও সক্ষম ছিলনা। তার এত অভাব ও দারিদ্রতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিয়ে দিয়ে দেন এবং তার মোহর এই ধার্য করেন যে, তার কুরআনুল কারীম হতে যা কিছু মুখস্থ আছে তাই সে তার স্ত্রীকে মুখস্থ করিয়ে দিবে। এটা একমাত্র এরই উপর ভিত্তি করে যে, মহান আল্লাহ স্মীয় অনুগ্রহে তাকে এমন জীবিকা দান করবেন যা তার ও তার স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট হবে।

যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তাকে পরিশুদ্ধ ও ধর্মপরায়ন হওয়ার আদেশ

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম পালন করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে। বিবাহ দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে এবং এটাই তার জন্য আত্মরক্ষাকারী। (ফাতহুল বারী ৯/১৪) এই আয়াতটি সাধারণ। সূরা নিসার আয়াতটি এর থেকে খাস বা বিশিষ্ট। ঐ আয়াতটি হল :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَلْحٍ شَدِيدٍ ۖ فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اللَّهَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীনা ও মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তোমাদের ডান হাত অধিকারী সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে করে। আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে জ্ঞাত আছেন, তোমরা একে অপর হতে সমুদ্বৃত। অতএব তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (মোহরানা) প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবেনা। অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে তাহলে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্য তোমাদের মধ্যে যারা দুস্কার্যকে ভয় করে। এবং যদি বিরত থাক তাহলে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা, ৪ : ২৫) সুতরাং দাসীদেরকে বিয়ে করা অপেক্ষা ধৈর্যধারণই শ্রেয়। কেননা এই অবস্থায় দাসীদের সন্তানরাও দাস/দাসী হিসাবে পরিচিত হবে এবং তাদের উপরও দাসত্বের অভিশাপ লেগে থাকবে।

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِنَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। ইকরিমাহ (রহঃ) এ আয়াতের ভাবার্থে বলেন, যে পুরুষ কোন মহিলাকে দেখে এবং দেখার পর তার অন্তরে কাম প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, সে যেন তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রীর কাছে চলে যায়, যদি তার স্ত্রী বিদ্যমান থাকে। আর যদি তার স্ত্রী না থাকে তাহলে সে যেন আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ধৈর্যধারণ করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করেন।

দাস/দাসী মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষর করার আদেশ

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِنَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গোলামদের মালিকদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাদের দাস-দাসীদের কেহ যদি তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়

তাহলে তারা যেন তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যদি তারা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পায়। গোলাম তার উপার্জনের মাধ্যমে ঐ মাল জমা করে মনিবকে দিয়ে দিবে এবং এভাবে তারা আযাদ বা মুক্ত হয়ে যাবে।

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) হতে রাহাও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন : আমি ‘আতাকে (রহঃ) বললাম, দাস/দাসীর কারও কাছে যদি মুক্ত (স্বাধীন) হওয়ার মত অর্থ আছে বলে আমি জানতে পারি তাহলে তার সাথে মুক্ত করার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া আমার জন্য কি বাধ্যতামূলক? তিনি বললেন : আমি মনে করিনা যে, এটা বাধ্যতামূলক। আমার ইব্ন দীনার (রহঃ) বলেন : আমি ‘আতাকে (রহঃ) বললাম : আপনি কি এটা কারও কাছ থেকে শুনে বলছেন? তিনি উত্তরে বললেন : না। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন যে, মুসা ইব্ন আনাস (রহঃ) তাকে বলেছেন যে, আনাসের (রাঃ) সীরীন নামক এক গোলাম ছিল যার অনেক অর্থকড়ি ছিল। সে আনাসের (রাঃ) কাছে আবেদন জানায় যে, তিনি যেন তার সাথে তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কিন্তু আনাস (রাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন গোলামটি উমারের (রাঃ) কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে। উমার (রাঃ) তখন আনাসকে (রাঃ) ডেকে গোলামের সাথে চুক্তি করতে নির্দেশ দেন। এবারেও আনাস (রাঃ) অস্বীকৃতি জানান। তখন উমার (রাঃ) তাঁকে চাবুক মারেন এবং فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন তিনি তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ ঘটনাটি সূত্রছিন্ন রূপে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৫/২১৯)

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকেও এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এবং আবদুর রায্যাক (রহঃ) তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন : আমি যদি জানতে পারি যে, আমার গোলামের কাছে টাকা-পয়সা আছে তাহলে কি তার মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারি? তিনি বললেন : আমি মনে করিনা যে, তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বাধ্যতামূলক; তুমি চাইলে করতে পার, আবার নাও করতে পার। (আবদুর রায্যাক ৮/৩৭১) আমার ইব্ন দীনারও অনুরূপ বলেছেন : আমি ‘আতাকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কারও কাছ থেকে শুনে বলছেন? তিনি উত্তর দিলেন : না। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) সাথে সীরীন (রহঃ) স্বাধীন হওয়ার একটি চুক্তি করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আনাস (রাঃ) বার বার পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন উমার (রাঃ) তাকে বললেন : তার মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই তোমাকে তার সাথে চুক্তি করতে হবে। এটির বর্ণনাধারা সহীহ। (তাবারী ১৯/১৬৭)

خَيْرًا ۖ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْهُمۡ اِنْ اٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا مِنْ ذِكْرٍ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْهُمۡ اِنْ اٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا مِنْ ذِكْرٍ ۚ

দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা এবং সম্পদ উপার্জন করার ক্ষমতা ইত্যাদি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَتَوْهُمۡ مِّنۢ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيۥ آتَاكُمۡ ۖ

আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। ইহা হল যাকাত, যা সম্পদের অংশ থেকে বের করা হয় এবং এর প্রতি তাদের অধিকার রয়েছে। এটা দাতার করুণার দান নয়। হাসান (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং তার পিতা মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (তাবারী ১৯/১৭৩, বাগাবী ৩/৩৪৩)

وَأَتَوْهُمۡ مِّنۢ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيۥ آتَاكُمۡ ۖ

আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন : আল্লাহ সুবহানাহু প্রতিটি স্বচ্ছল লোকের প্রতি এ আদেশ করছেন, তা সে গৃহের কর্তা হোক কিংবা অন্য কেহ। বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব আল আসলামী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন দাস/দাসীকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসীকে যৌনকাজে বাধ্য না করা

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتِيٰتِكُمْ عَلٰى الْبِغَآءِ ۚ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করা। অজ্ঞতা যুগের জঘন্য পন্থাসমূহের মধ্যে একটি পন্থা এও ছিল যে, তারা তাদের দাসীদেরকে বাধ্য করত যাতে দাসীরা ব্যভিচার করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে ঐ অর্থ মনিবদেরকে প্রদান করে। ইসলাম এসে এই কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করে।

বিভিন্ন তাফসীরকারকদের থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল মুনাফিকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তার অনেক দাসী ছিল। তাদেরকে সে ব্যভিচারী কাজে লাগাতো এবং এভাবে সে অর্থ রোজগার

করত। তারা গর্ভধারণ করে অনেক সন্তানও জন্ম দিত। ফলে সে ওদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করত।

এ বিষয়ের কিছু বর্ণনা :

হাফিয আবু বাকর আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল খালিক আল বায্‌যার (রহঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলের একটি দাসী ছিল যার নাম ছিল মু'আযাহ। সে জোরপূর্বক ঐ দাসীকে যৌন কাজে বাধ্য করত। তখন এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু **وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ** এ আয়াতটি নাযিল করেন। (কাসফ আল আসতার ৩/৬১)

আবু সুফিয়ান (রহঃ) থেকে আমাস (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, জাবীর (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : এ আয়াত নাযিল হয়েছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলের এক দাসীর ব্যাপারে যার নাম ছিল মুসাইকাহ। সে তাকে অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য করত। সেই দাসী নিজে খারাপ ছিলনা এবং খারাপ কাজ করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করত। তখন আল্লাহ তা'আলা **وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ** এ আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ১৯/১৭৪, নাসাঈ ৬/৪১৯)

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন : আমি শুনেছি, এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন, এ আয়াতটি ঐ দুই লোকের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা তাদের দাসীদেরকে যৌনাচারে বাধ্য করত। তাদের এক জনের নাম ছিল মুসাইকাহ। সে ছিল আনসারগণের অন্তর্ভুক্ত এবং তার মা উমাইমাহ ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর গোত্রের। মু'আযাহ এবং অরওয়াও অনুরূপ পরিস্থিতির শিকার হন। মুসাইকাহ এবং তার মা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা **وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ** এ আয়াতটি নাযিল করেন। (দুররুল মানসুর ৬/১৯৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنْ أَرَدَنْ تَحَصُّنًا** দাসীরা যদি তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে চায় তাহলে তাদের সেই সুযোগ দেয়া উচিত। **لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ** (পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায়) অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে এবং

তাদের সন্তানদের মাধ্যমে তারা দুনিয়ায় বসে যা আয় করতে চাচ্ছে বা আয় করছে তা দুনিয়াদারীর জন্য খুবই নিকৃষ্ট এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিঙ্গা লাগানোর মজুরী, ব্যভিচারের মজুরী এবং গণকের মজুরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ৩/১১৯৮)

অন্য রিওয়াযাতে আছে যে, ব্যভিচারের দ্বারা আয়, সিঙ্গা লাগানো দ্বারা উপার্জন এবং কুকুরের মূল্য অবৈধ। (মুসলিম ৩/১১৯৯) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يُكَرِّهَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ যে ব্যক্তি দাসীদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করে, আল্লাহ ঐ দাসীদেরকে তাদের প্রতি জবরদস্তি করার কারণে ক্ষমা করে দিবেন। ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : এমতাবস্থায় তুমি যদি তা কর তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান। তাদের কৃত পাপের শাস্তি তাদের উপরেই বর্তাবে যারা তাদেরকে ঐ অবৈধ কাজে বাধ্য করেছিল। (তাবারী ১৯/১৭৫) মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), আল আমাশ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/১৭৫, ১৭৬, দুররুল মানসুর ৬/১৯৫) এ বিধান ব্যক্ত করার পর আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ হাকীমের এই উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট আয়াত তোমাদের সামনে বর্ণনা করেছি। পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনাবলীও তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে যে, সত্যের ঐ বিরুদ্ধাচরণকারীদের পরিণাম কি হয়েছে এবং কেমন হয়েছে!

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ

অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৫৬) لِّلْمُتَّقِينَ যাতে আল্লাহভীরু লোকেরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা‘আলার বিরুদ্ধাচরণ হতে বেঁচে থাকে।

৩৫। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও
পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর

۳۵. اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ

জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ; প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পুতঃ পবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তেল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যেরও নয়, আগুন ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে; আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ
كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ
يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّهُ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ
يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহর নূরের তুলনা

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানবাসী ও যমীনবাসীদের পথ-প্রদর্শক। অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : তিনিই এ দু'টির মধ্যে সূর্য, চন্দ্র ও

তারকারাজীর ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। (তাবারী ১৯/১৭৭) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নূর হল হিদায়াত। সুদী (রহঃ) বলেন, তাঁরই জ্যোতিতে আসমান ও যমীন উজ্জ্বল রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে উঠতেন তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

অর্থ : হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আসমান, যমীন এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই তাদের সকলের জ্যোতি। আসমান, যমীন এবং তাদের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে, সব কিছুরই তুমি প্রতিষ্ঠাতা এবং সব প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। (ফাতহুল বারী ৫/৩, মুসলিম ১/৫৩২)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন : তোমাদের রবের নিকট রাত ও দিন নেই। তাঁর চেহারার জ্যোতিতেই তাঁর আরশ জ্যোতির্ময়।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে نُورُه এর ‘و’ সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ আল্লাহর হিদায়াত যা মু’মিনের অন্তরে রয়েছে ওর উপমা এইরূপ। আবার কারও মতে ‘و’ সর্বনামটি মু’মিনের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ মু’মিনের অন্তরের জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেন একটি দীপাধার। সুতরাং মু’মিনের অন্তরের পরিচ্ছন্নতাকে প্রদীপের কাঁচের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অতঃপর কুরআন ও শারীয়াত দ্বারা যে সাহায্য সে পেয়ে থাকে ওটার উপমা দেয়া হয়েছে যাইতুনের ঐ তেলের সাথে যা স্বয়ং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চকমকে ও উজ্জ্বল। অতএব দীপাধার এবং দীপাধারের মধ্যে প্রদীপ এবং প্রদীপটিও উজ্জ্বল। বলা হয়েছে :

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ

তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে যারা কায়ম আছে তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর এবং যার কাছে তাঁর প্রেরিত এক সাক্ষী আবৃত্তি করে? (সূরা হুদ, ১১ : ১৭) ইয়াহুদীরা প্রতিবাদ করে বলেছিল : আল্লাহর জ্যোতি কিরূপে আকাশকে ভেদ করতে পারে? তাদের এ কথার উত্তর তাদেরকে উপমা দ্বারা বুঝানো হয় যে, যেমন প্রদীপের চিমনির মধ্য হতে আলো পাওয়া যায় তদ্রূপ আল্লাহ তা‘আলার জ্যোতিও আকাশ ভেদ করে আসে। তাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।

مَشْكُوءَةٌ এর অর্থ হল ঘরের তাক। এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিজের আনুগত্যের উপমা দিয়েছেন এবং নিজের আনুগত্যকে তিনি নূর বা জ্যোতি বলেছেন। এর আরও বহু নাম রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, হাবশের ভাষায় এটাকে তাক বলা হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এটা এমন তাককে বলা হয় যার মধ্যে কোন ছিদ্র থাকেনা ইত্যাদি। বলা হয়েছে যে, ওর মধ্যে প্রদীপ রাখা হয়। প্রথমটিই সবল উক্তি। অর্থাৎ প্রদীপ রাখার স্থান। কুরআনুল হাকীমে এ কথাই রয়েছে যে, তাতে প্রদীপ রয়েছে। সুতরাং مَصْبَاح দ্বারা নূর বা জ্যোতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ও ঈমান যা মুসলিমের অন্তরে থাকে। সুদী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা প্রদীপ উদ্দেশ্য। এরপর বলা হচ্ছে :

الْمَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে রয়েছে এবং কাঁচের আবরণটিও স্বচ্ছ। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন, এটা হল মু'মিনের অন্তরের উপমা। (তাবারী ১৯/১৭৮) ذُرِّيٌّ এর অন্য কিরআত কাঁচের আবরণটি মণি-মুক্তা সদৃশ, যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র। ذُرِّيٌّ এর অন্য কিরআত ذُرٌّ এবং ذُرْعَى রয়েছে। এটা ذُرٌّ হতে গৃহীত, যার অর্থ হল মণি-মুক্তা। তারকা যখন ছিটকে পড়ে তখন ওটা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়। আর যে তারকা অপরিচিত ওটাকেও আরাবের লোকেরা ذُرَارِيٌّ বলে থাকে। ভাবার্থ হচ্ছে চমকিত ও উজ্জ্বল তারকা, যা খুব প্রকাশমান ও বড় হয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ এই প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তেল দ্বারা। زَيْتُونَةٌ শব্দটি بَدَل বা عَطْفُ بَيَان হয়েছিল। অতঃপর বলা হচ্ছে :

لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ঐ যাইতুন বৃক্ষ প্রাচ্যেরও নয় যে, দিনের প্রথম ভাগ হতে ওর উপর রৌদ্র এসে পড়বেনা এবং প্রতীচ্যেরও নয় যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে ওর উপর হতে ছায়া সরে যাবে। বরং বৃক্ষটি আছে মধ্যস্থলে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওটা সূর্যের পরিষ্কার আলোতে থাকে। তাই ওর তেলও খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : ঐ বৃক্ষটি মরুভূমিতে রয়েছে। কোন গাছ, পাহাড়, গুহা বা অন্য কোন কিছু ওর উপর ছায়া বিস্তার করেনা। এ কারণেই ঐ গাছের তেল খুবই পরিষ্কার হয়।

মুজাহিদ (রহঃ) لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন : এর অবস্থান পূর্বেও নয় যার ফলে সূর্য অস্ত যাবার সময় কোন আলো পতিত হয়না এবং পশ্চিমেও নয় যার ফলে সূর্য উদয়ের সময় ওর উপর আলো পতিত হয়না। বরং উহা এমন জায়গায় অবস্থিত যেখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উভয় সময় সূর্যের আলো পতিত হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬০০)

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : ইহা হল সর্বোৎকৃষ্ট তেল। সূর্যোদয়ের সময় ঐ গাছের পূর্ব দিকে আলো পৌঁছে এবং অস্ত যাবার সময় ওর পশ্চিম দিকে আলো পৌঁছে। সুতরাং ভোরে এবং বিকালে উভয় সময়েই ওতে আলো পৌঁছে। তাই ওটা পূর্বে নাকি পশ্চিমে অবস্থিত তা ধর্তব্য বিষয় নয়।

زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ আশুনা ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : ঐ তেল নিজেই আলোকিত/আলোকজ্জ্বল। (তাবারী ১৯/১৮৩)

نُورٌ عَلَى نُورٍ (জ্যোতির উপর জ্যোতি!) আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঈমান এবং আমল। (তাবারী ১৯/১৮২) সুদী (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে আশুনের আলো এবং তেলের আলো। আশুনের আলো এবং তেলের আলো যখন একত্রিত হয় তখন যে আলো হয় তা। তাদের একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত কোন আলোর সৃষ্টি হয়না। অনুরূপভাবে কুরআনের নূর যখন ঈমানের উপর প্রতিস্থাপিত হয় তখন মানুষ আলোকিত হয়, এর একটি ছাড়া অপরটির আলো প্রতিভাত হয়না। (দুররুল মানসুর ৬/২০২) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টজীবকে এক অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি ঐ দিন তাদের

উপর নিজের জ্যোতি নিষ্ক্ষেপ করেন। সুতরাং ঐ দিন যে তাঁর ঐ নূর বা জ্যোতি লাভ করেছে সে সুপথ প্রাপ্ত হয়েছে। আর যে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যই আমি বলি যে, আল্লাহ সুবহানাহুর কলম তাঁর ইলম মুতাবেক চলার পর শুকিয়ে গেছে। (আহমাদ ২/১৭৬)

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অন্তরের হিদায়াতের উপমা নূর বা জ্যোতির সাথে দেয়ার পর বলেন : আল্লাহ তা'আলা এই দৃষ্টান্তসমূহ মানুষের উপদেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ইলমেও তাঁর মত কেহ নেই। কে হিদায়াত লাভের যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার উপযুক্ত তা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : অন্তর বা হৃদয় হল চার প্রকার। প্রথম হল উজ্জ্বল প্রদীপের মত পরিষ্কার হৃদয়, দ্বিতীয় শক্ত আবরণীর মধ্যে আবদ্ধ হৃদয়, তৃতীয় উল্টামুখী হৃদয় এবং চতুর্থ হল বর্ম ছাড়া অনাচ্ছাদিত হৃদয়। প্রথম অন্তর হল মু'মিনের অন্তর। দ্বিতীয় অন্তর হল কাফিরের অন্তর। তৃতীয় হল মুনাফিকের অন্তর যে, সে জানে কিন্তু অস্বীকার করে এবং চতুর্থ অন্তর হল ঐ অন্তর যাতে ঈমানও আছে এবং নিফাকও আছে। এতে ঈমানের দৃষ্টান্ত হল তরকারীর গাছ, যে ভাল পানি ওকে বাড়িয়ে তোলে। এতে নিফাকের দৃষ্টান্ত হল ফোড়া, যাকে রক্ত ও পুঁজ ওকে বাড়িয়ে তোলে। যেটা জয়যুক্ত হয় সেটা ঐ অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। (আহমাদ ৩/১৭)

৩৬। সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

۳۶. فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ
وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ
لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

৩৭। সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ

۳۷. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا

হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে -

بَيِّعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ^٤ سَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

৩৮। যাতে তারা যে কাজ করে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে।

٣٨. لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا
عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ^٥
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ

মাসজিদের মর্যাদা রক্ষার আদব এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণকারীর সম্মান

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ মু'মিনের অন্তরে এবং ওর মধ্যে যে হিদায়াত ও ইল্ম রয়েছে ওর দৃষ্টান্ত উপরের আয়াতে ঐ উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে দেয়া হয়েছে যা স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে রয়েছে এবং পরিষ্কার যাইতূনের উজ্জ্বল তেল দ্বারা জ্বলতে থাকে এবং ওর অবস্থানের বর্ণনা মহান আল্লাহ দিচ্ছেন যে, ওটা রয়েছে ঐসব গৃহে অর্থাৎ মাসজিদে, যা সবচেয়ে উত্তম জায়গা এবং আল্লাহর প্রিয় স্থান, যেখানে তাঁর ইবাদাত করা হয় এবং তাঁর একাত্মবাদের বর্ণনা দেয়া হয়, যার রক্ষণাবেক্ষণ করা, পবিত্র রাখা এবং অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন : ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : আল্লাহ সুবহানাল্ মাসজিদে বসে বাজে ও অনর্থক কথা বলতে নিষেধ করেছেন। (তাবারী ১৯/১৯১) ইকরিমাহ (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), নাফি ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবু বাকর ইব্ন সুলাইমান

ইব্ন আবী হাশামা (রহঃ), সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন (রহঃ) এবং বিজ্ঞজনের আরাও অনেকে তাদের তাফসীরে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মাসজিদ নির্মাণ করা, ওর আদব ও সম্মান করা এবং ওকে সুগন্ধময় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে, যেগুলিকে আমি একটি পৃথক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এখানেও অল্প বিস্তার বর্ণনা করছি। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন! তাঁরই উপর আমাদের ভরসা।

আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্বন্ধে লাভের আশায় মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ওর মত ঘর নির্মাণ করবেন। (ফাতহুল বারী ১/৬৪৮, মুসলিম ১/৩৭৮)

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি একটি মাসজিদ নির্মাণ করে যাতে আল্লাহর যিকর করা হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (ইব্ন মাজাহ ১/২৪৩, নাসাঈ ২/৩১)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহল্লায় মাসজিদ নির্মাণ করার এবং ওকে পবিত্র ও সুগন্ধময় করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আহমাদ ৫/১৭, ৬/২৭৯, তিরমিযী ৩/২০৬, ইব্ন মাজাহ ১/২৫০, আবু দাউদ ১/৩১০-সামুরাহ ইব্ন যুন্দুব)

উমার (রাঃ) বলেন : তোমরা লোকদের জন্য মাসজিদ নির্মাণ কর যেখানে আল্লাহর ইবাদাত করা হবে। কিন্তু সাবধান! সজ্জিত করার জন্য লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করবেনা, যাতে মানুষ ফিতনায় না পড়ে। (ফাতহুল বারী ১/৬৪২)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : উঁচু ও পাকা করে মাসজিদ নির্মাণ করতে আমি আদিষ্ট হইনি। (আবু দাউদ ১/৩১০)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না লোকেরা মাসজিদগুলির ব্যাপারে পরস্পর একে অপরকে প্রদর্শনের জন্য ও গর্ব করার জন্য তৈরী করবে। (আহমাদ ৩/১৩৪, আবু দাউদ ১/৩১১, নাসাঈ ২/৩২, ইব্ন মাজাহ ১/২৪৪)

বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক তার হারানো উট খুঁজতে মাসজিদে এসে বলে : আমার একটি লাল বর্ণের হারানো উটের কেহ কোন

খোঁজ-খবর দিতে পারে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : তুমি যেন তা কখনও না পাও। মাসজিদকে যে কাজের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ওটা ঐ কাজেই ব্যবহৃত হবে। (মুসলিম ১/৩৯৭)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা কেহকে দেখবে যে, সে মাসজিদে বেচা-কেনা করছে তখন তোমরা বলবে : আল্লাহ তোমাকে তোমার ব্যবসায়ে লাভবান না করুন! আর যখন তোমরা কেহকে দেখবে যে, সে তার হারানো জিনিস মাসজিদে খোঁজ করছে তখন তোমরা বলবে : আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার হারানো জিনিস কখনও ফিরিয়ে না দেন! (তিরমিযী ৪/৫৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

সাইব ইব্ন কিন্দী (রহঃ) বলেন, আমি একদা মাসজিদে দাঁড়িয়েছিলাম এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে। আমি ফিরে দেখি যে, তিনি উমার (রাঃ)। তিনি আমাকে বলেন : যাও, ঐ দু’টি লোককে আমার নিকট ধরে নিয়ে এসো। আমি ঐ দু’জনকে তার কাছে ধরে আনলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কে? অথবা প্রশ্ন করেন : তোমরা কোথাকার লোক? তারা উত্তরে বলে : আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি তখন বলেন : তোমরা যদি এখানকার অধিবাসী হতে তাহলে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। তোমরা মাসজিদে নববীতে উচ্চ স্বরে কথা বলছিলে। (ফাতহুল বারী ১/৬৬৭)

ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) মাসজিদে (নববীতে) উচ্চ স্বরে একটি লোককে কথা বলতে শুনে বলেন : তুমি কোথায় রয়েছ তা জান কি? (তিরমিযী ৮/৪)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) প্রত্যেক জুমু‘আর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাসজিদকে সুগন্ধময় করতেন। (আবী ইয়াল্লা ১/১৭০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মানুষ যে সালাত একাকী বাড়ীতে আদায় করে অথবা বাজারে আদায় করে ঐ সালাতের উপর জামা‘আতের সালাতের সাওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী দেয়া হয়। এটা এ কারণে যে, যখন সে ভালরূপে অযু করে শুধু সালাতের উদ্দেশে বের হয় তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটা মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি পায় এবং একটা পাপ ক্ষমা করা হয়। তারপর সালাত শুরু করা থেকে যতক্ষণ সে তার জায়গায় বসে থাকে ততক্ষণ মালাইকা/ফেরেশতারা তার জন্য দু‘আ করতে থাকেন। তারা বলেন : হে

আল্লাহ! তার উপর আপনি করুণা বর্ষণ করুণ! হে আল্লাহ! তার উপর আপনি দয়া করুন! আর যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে ততক্ষণ সে সালাত আদায় করার সাওয়াব পেতে থাকে। (বুখারী ৬৪৭, ৬৪৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন : অন্ধকারে মাসজিদে গমনকারীদেরকে শুভ সংবাদ শুনিয়ে দাও যে, কিয়ামাতের দিন তারা পূর্ণ আলো প্রাপ্ত হবে। (আবু দাউদ ৫৬১, তিরমিযী ২২৩)

মাসজিদে প্রবেশকারীর জন্য বলা হয়েছে যে, সে যেন মাসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা রাখে এবং এই দু‘আ পাঠ করে যা হাদীসে এসেছে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন :

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : মহান, সম্মানিত চেহারার অধিকারী এবং প্রাচীন সাম্রাজ্যের অধিপতি আল্লাহর নিকট আমি বিতাড়িত শাইতান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি বলেন, যখন কেহ এটা বলে তখন শাইতান বলে : সে সারা দিনের জন্য আমার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। (আবু দাউদ ২/৩১৮)

আবু হুমাইদ (রাঃ) অথবা আবু উসাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেহ যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন যেন সে বলে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَّحْمَتِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনি আপনার রাহমাতের দরজা খুলে দিন! আর যখন মাসজিদ হতে বের হবে তখন যেন বলে اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি। (মুসলিম ১/৪৯৪)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেহ যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাম দেয় এবং অতঃপর বলে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَّحْمَتِكَ এবং যখন মাসজিদ থেকে বের হবে তখন

যেন বলে **اللَّهُمَّ اَعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিতাড়িত শাইতান হতে রক্ষা করুন! (নাসাঈ ২/৫৩, ইব্ন মাজাহ ১/২৫৪, ইব্ন খুযাইমাহ ১/২৩১, ইব্ন হিব্বান ৩/২৪৬, ২৪৭) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ মাসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে :

يَبْنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)

وَأَقِيْمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

এবং তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের মনোযোগ স্থির রেখ এবং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৯)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ

এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য। (সূরা নূহ, ৭২ : ১৮)

تِيْنِ اِيْسَٰى لَهَا فِيْهَا بِالْعُدُوِّ وَالْاَصَالِ তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন মাসজিদে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে ভুলিয়ে রাখেনা। **رَجَالٌ** বলা দ্বারা তাদের ভাল উদ্দেশ্য, সৎ নিয়াত এবং বড় কাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। (সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯) অন্যত্র বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। (সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৯) ভাবার্থ এই যে, সৎ লোকদেরকে দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন রাখতে পারেনা। তাদের আখিরাত ও আখিরাতের নি'আমাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং তারা ওটাকে অবিনশ্বর মনে করে। আর দুনিয়ার সবকিছুকে তারা অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বলে বিশ্বাস করে। এ জন্যই তারা দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের দিকে মনোযোগ দেয়। তারা আল্লাহর আনুগত্যকে, তাঁর মহব্বতকে এবং তাঁর হুকুমকে অগ্রাধিকার দেয়।

সালিম (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : একদা তিনি সালাতের জন্য যাচ্ছিলেন, তখন দেখতে পান যে, মাদীনার ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ পণ্যদ্রব্যকে কাপড় দ্বারা ঢেকে দিয়ে সালাতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন। তখন তিনি رَجُلٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন : এই লোকদেরই প্রশংসা এই আয়াতে করা হয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬০৭)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : رَجُلٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া সালাত তারা আদায় করে। (তাবারী ১৯/১৯৩) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুদী (রহঃ) বলেন : যারা জামা'আতে সালাত আদায় করে। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) আরও বলেন : কোন কিছুই তাদেরকে সালাতে যোগ দিতে অথবা আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করার ব্যাপারে বিরত রাখতে পারেনা এবং তারা যথাসময়ে সালাত আদায় করার সাথে সাথে রোকনসমূহও যথাযথভাবে পালন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে

মানুষের হৃদয় ও চক্ষু থাকবে উদ্ভাস্ত ও আতংকগ্রস্ত। এর কারণ হল কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা এবং ভয়াবর্ততা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ

তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ১৮)

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪২)

وَيُطْعَمُونَ الْطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقْنَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহাৰ্য দান করে এবং বলে : কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহাৰ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের রবের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিশ্চিতা হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ৮-১২) এরপর আল্লাহ বলেন :

لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন। অর্থাৎ তারা হল ঐ সৌভাগ্যবান যাদেরকে আল্লাহ গাফুরুর রাহীম নিজ অনুগ্রহে তাদের উত্তম আমলসমূহের প্রতিদানে তাদের প্রাপ্যের অধিক দান করবেন এবং পাপসমূহ অগ্রাহ্য করবেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

আল্লাহ অণু পরিমাণ যুল্ম করেননা। (সূরা নিসা, ৪ : ৪০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَالِهَا

যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করে তার জন্য ওর দশগুণ প্রতিদান রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৬০) অন্য এক স্থানে তিনি বলেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

কে এমন আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৪৫) তিনি আরও বলেন :

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৬১) এখানে মহান আল্লাহ বলেন : وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

৩৯। যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়, কিন্তু সে পাবে সেখানে আল্লাহকে। অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন; আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৩৯. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ تَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

৪০। অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে

৪০. أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ

গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতি নেই।

يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِۦ مَوْجٌ
مِّنْ فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ
يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَهَا ۖ وَمَن لَّمْ
تَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ
مِّنْ نُّورٍۭ

দুই ধরনের কাফিরের উদাহরণ

আরও দু'প্রকার কাফিরের ব্যাপারে এ দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারাহর শুরুতে (২ : ১৭-১৯) দু'শ্রেণীর মুনাফিকের দু'টি উপমা বর্ণনা করা হয়েছে, একটি আগুনের উপমা এবং একটি পানির উপমা। সূরা রাদে (১৩ : ১৭) মানুষের অন্তরে স্থান ধারণকারী ইল্ম ও হিদায়াতের এরূপই আগুন ও পানির দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ঐ দু'টি সূরায় ঐ আয়াতগুলির পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পুনরায় এর বর্ণনা নিম্নপ্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

প্রথমটি হচ্ছে ঐ কাফিরদের দৃষ্টান্ত যারা অন্যদেরকেও কুফরীর দিকে আহ্বান করে এবং মনে করে যে, তারা হিদায়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু ওটা শুধু তাদের কল্পনা মাত্র। তাদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ যেমন কোন পিপাসার্ত লোক মরুভূমিতে দূর থেকে চকচকে বালু দেখতে পায় এবং ওকে পানির তরঙ্গ মনে করে বসে।

فَيْعَةٍ শব্দের অর্থ হল জনশূন্য প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এরূপ মরুভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। দেখে মনে হয় যেন পানির প্রবাহ তরঙ্গায়িত

হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের মরীচিকা রয়েছে। এক ধরনের মরীচিকা দেখতে পাওয়া যায় দুপুরের পর পর এবং আর এক ধরনের মরীচিকা দেখতে পাওয়া যায় ভোর বেলা। দেখে মনে হয় যেন ওখানে পানি রয়েছে। মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে চলতে যখন কোন লোক পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করে এবং ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে যায়, আর উদ্ভ্রান্তের মত পানির খোঁজ করতে থাকে, তখন সে ওটাকে পানি মনে করে সেখানে পৌঁছে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে যে, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا সেখানে এক ফোঁটা পানিরও নাম-নিশানা নেই। তদ্রূপ এই কাফিরেরাও মনে করে নিয়েছে যে, তারা খুব ভাল কাজই করছে এবং উত্তম প্রতিদান পাবে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তারা দেখতে পাবে যে, তাদের কাছে একটু সাওয়াবও নেই। হয়ত তাদের সাওয়াব তাদের বদ নিয়ামতের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা শারীয়াত মোতাবেক না হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৩)

মোট কথা, وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ সেখানে পৌঁছার পূর্বেই তারা জাহান্নামীদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে তারা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত। হিসাব গ্রহণের সময় স্বয়ং মহিমাম্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সেখানে বিদ্যমান থাকবেন। তিনি এক এক করে প্রত্যেকটি আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং ঐ কাফিরদের একটি আমলও সাওয়াবের যোগ্য রূপে পাওয়া যাবেনা। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/১৯৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামাতের দিন ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে : দুনিয়ায় তোমরা কার উপাসনা করতে? উত্তরে তারা বলবে : আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিলাহ) উযায়েরের (আঃ) উপাসনা করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে : তোমরা মিথ্যা কথা বলছ, আল্লাহর কোন পুত্র নেই। তারপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে : আচ্ছা, এখন তোমরা কি চাও? তারা জবাবে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা খুবই পিপাসার্ত। সুতরাং আমাদেরকে কিছু পান করতে দিন! তখন তাদেরকে বলা হবে

ঃ তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না (ঐ যে পানি দেখা যায়, সেখানে যাও না কেন)? অতঃপর দূর থেকে তারা জাহান্নামকে তেমনই দেখবে যেমন দুনিয়ায় মরীচিকা দেখা যায়। ওর একটি অংশ অপর অংশকে গ্রাস করবে। সুতরাং তারা পানি মনে করে ওদিকে দৌড় দিবে এবং সেখানে পতিত হবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৩১, মুসলিম ১/১৬৮)

এ হল ঐ লোকের উদাহরণ যার অজ্ঞতা গভীর হতে গভীরতর স্তরে পৌঁছে গেছে। যাদের অজ্ঞতা খুবই সামান্য, যারা অশিক্ষিত, যারা অন্ধ কিংবা বোকা এবং কিছুই জানেনা ও বুঝেনা তারা যদি সমাজের তথাকথিত আলেম ও ফাসিক/ফাজিরদের দিক-দর্শনকে ও ধর্মীয় মতামতকে মেনে চলে সেক্ষেত্রে তাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহ্ বলেন :

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
 أَثَٰبًا سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكْدِ يَرَاهَا
 (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না। এই অবস্থা ঐ অনুসরণকারী কাফিরদের হবে যারা নেতৃস্থানীয় কাফিরদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। যাদের তারা অনুসরণ করে তাদেরকেও তারা সঠিকভাবে চিনেনা। তারা ন্যায়ের উপর আছে নাকি অন্যায়ের উপর আছে সেটাও তারা জানেনা। তারা তাদের পিছনে চলতে রয়েছে, কিন্তু তারা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এ খবর তারা রাখেনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কোন একজন অজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করা হয় : তুমি কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে সে বলে : আমি এই লোকটির সাথে যাচ্ছি। আবার তাকে প্রশ্ন করা হয় : এ লোকটি কোথায় যাচ্ছে? জবাবে সে বলে : তাতো আমি জানিনা।

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ একের উপর এক অন্ধকার। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেছেন যে, এই ধরনের লোক পাঁচটি অন্ধকারের মধ্যে থাকে। তার কথা, কাজ, যাওয়া, আসা এবং কিয়ামাত দিবসের পরিণতি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। (তাবারী ১৯/১৯৮) সুদী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ لَّمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াতের জ্যোতি দান না করেন সে হিদায়াতশূন্য থাকে এবং অজ্ঞতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮৬) এটা ওরই মুকাবিলায় বলা হয়েছে যা মু'মিনদের উপমার বর্ণনায় বলা হয়েছিল :

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। (সূরা নূর, ২৪ : ৩৫) আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি করেন এবং আমাদের ডানে এবং বামেও যেন নূর বা জ্যোতি দান করেন। তিনি যেন আমাদের জ্যোতি বাড়িয়ে দেন এবং ওটিকে খুবই বড় ও বেশী করেন।

৪১। তুমি কি দেখনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উদ্ভীর্ণমান বিহংগকূল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? তারা প্রত্যেকেই জানে তাঁর যোগ্য প্রার্থনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।

٤١. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِغُ لَهُ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالطَّيْرِ صَفَّتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ
صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِمَا يَفْعَلُونَ

৪২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং

٤٢. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন ।

وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

প্রত্যেকেই আল্লাহর গুণগান করে, তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন
এবং তাঁরই সার্বভৌমত্ব

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে অর্থাৎ মানুষ, জিন, মালাক/ফেরেশতা এমনকি অজৈব বস্তুও আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় লিপ্ত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৪)

وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ উড্ডীয়মান পক্ষীকূলও আল্লাহ তা‘আলার মহিমা ঘোষণা করে। এ সবগুলির জন্য যথাযোগ্য তাসবীহ তিনি এগুলিকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ এবং নিজের ইবাদাতের বিভিন্ন পন্থাও তিনি তাদেরকে শিখিয়ে রেখেছেন। তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি শাসনকর্তা, ব্যবস্থাপক, একচ্ছত্র মালিক, প্রকৃত উপাস্য এবং আসমান ও যমীনের বাদশাহ একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তাঁর হুকুম কেহ টলাতে পারেনা। وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ কিয়ামাতের দিন সবাইকে তাঁরই সামনে হাযির হতে হবে। তিনি যা চাবেন তা তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে হুকুম জারী করে দিবেন।

لَيَجْزَى الَّذِينَ أَسْتَوْا بِمَا عَمِلُوا

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৩১) সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত হাকিম। তাঁরই সত্তা প্রশংসা ও গুণগানের যোগ্য।

৪৩। তুমি কি দেখনা আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, অতঃপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন? অতঃপর তুমি দেখতে পাও, ওর মধ্য হতে নির্গত হয় বারিধারা। আকাশস্থিত

শিলাস্তুপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে এটা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন; মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

٤٣. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا
ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ
رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِّنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ
بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن
يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ
بِالْأَبْصَرِ

৪৪। আল্লাহ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তঃদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।

٤٤. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي
الْأَبْصَرِ

**মেঘমালা সৃষ্টি এবং উহা থেকে যা সৃষ্টি হয় তা
আল্লাহরই কুদরাত বহন করে**

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। এই মেঘমালা তাঁর শক্তিবলে প্রথম প্রথম পাতলা ধোঁয়ার আকারে যমীন হতে উপরে উঠে। তারপর ওগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে মোটা ও ঘন হয় এবং একে অপরের

উপর জমা হতে থাকে। তারপর ওগুলির মধ্য হতে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়। বায়ু প্রবাহিত হয়, যমীনকে তিনি যোগ্য করে তোলেন। এরপর পুনরায় মেঘকে উঠিয়ে নেন এবং আবার মিলিত করেন। পুনরায় ঐ মেঘমালা পানিতে পূর্ণ হয় এবং বর্ষণ হতে শুরু করে। আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ব্যাকরণবিদগণ বলে থাকেন যে, প্রথম ‘মিন’ শব্দ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, উহা কোথা থেকে আসে, দ্বিতীয় ‘মিন’ শব্দ দ্বারা বর্ণিত হচ্ছে যে, উহা আকাশের কোন্ অংশ হতে আসে এবং তৃতীয় ‘মিন’ শব্দ দ্বারা কয়েক প্রকার পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে। এ বর্ণনার ভিত্তি হল ঐ সমস্ত তাফসীরকারকদের বর্ণনা যারা বলেন যে, مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ এর অর্থ হচ্ছে আসমানে শিলাখন্ডের পাহাড় রয়েছে যা থেকে আল্লাহ তা‘আলা শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারা পাহাড় শব্দটিকে ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করে থাকেন, যার অর্থ হচ্ছে মেঘ। তারা মনে করেন যে, দ্বিতীয় ‘মিন’ শব্দটিও ঐ স্থানের বর্ণনার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়েছে যেখান থেকে বরফ চলে আসে। এভাবে প্রথম ‘মিন’ এর সাথে পরস্পর সম্বন্ধীয় হয়ে যায়। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে :

فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আল্লাহ তা‘আলা যেখানে বর্ষণ করার ইচ্ছা করেন সেখানেই তা তাঁর করুণায় বর্ষে থাকে এবং তিনি যেখানে চান না সেখানে বর্ষেনা। অথবা ভাবার্থ এই যে, এই শিলা দ্বারা যার ক্ষেত ও বাগানকে তিনি নষ্ট করার ইচ্ছা করেন নষ্ট করে দেন এবং যার উপর তিনি মেহেরবানী করেন তার ক্ষেত ও বাগানকে তিনি বাঁচিয়ে নেন।

يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বিদ্যুতের চমক ও শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, ওটা যেন দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়েই নেয়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ তিনিই দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটান। যখন তিনি ইচ্ছা করেন দিন ছোট করেন ও রাত্রি বড় করেন এবং ইচ্ছা করলে দিন বড় করেন ও রাত্রি ছোট করেন।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ এই সমুদয় নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এগুলি মহাক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ করছে। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯০)

৪৫। আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, ওদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে এবং কতক দু' পায়ে ভর করে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

٤٥. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ
فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ
وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ
يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৪৬। আমিতো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

٤٦. لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

পশু-পাখি সৃষ্টি করায় আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ পায়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি একই পানি দ্বারা নানা প্রকারের মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। সাপ প্রভৃতি প্রাণীকে দেখা যায় যে, ওগুলো পেটের ভরে চলে। মানুষ ও পাখী দুই পায়ে চলে এবং

জন্তুগুলো চলে চার পায়ে। তিনি বড়ই ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা কখনও হয়না।

এই নৈপুণ্যপূর্ণ আহকাম ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ এই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলাই বর্ণনা করেছেন। তিনি জ্ঞানীদেরকে বুঝার তাওফীক দিয়েছেন। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

৪৭। তারা বলে : আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করছি। কিন্তু এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুতঃ তারা মু'মিন নয়।

٤٧. وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ
وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا
أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

৪৮। আর যখন তাদেরকে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٤٨. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ

৪৯। আর সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে আসে।

٤٩. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا
إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

৫০। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে, না কি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

٥٠. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ
أَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ

<p>তাদের প্রতি যুল্ম করবেন? বরং তারাইতো যালিম।</p>	<p>اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ</p>
<p>৫১। মু'মিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে : আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। আর তারাইতো সফলকাম।</p>	<p>৫১. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ</p>
<p>৫২। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।</p>	<p>৫২. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ</p>

মুনাফিকদের প্রতারণা এবং তাদের প্রতি মু'মিনদের আচরণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, তারা মুখে ঈমান ও আনুগত্যের কথা স্বীকার করছে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোন মিল নেই। وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ। তারা ঈমানদার নয়। মহান আল্লাহ বলেন :

وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكَمْ بَيْنَهُمْ ۚ যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য, অর্থাৎ যখন তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করা হয় এবং কুরআন ও হাদীস মানতে বলা হয় তখন তারা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি মত :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ ءَامَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا. ۝۱۷. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اُنْزِلَ اَللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاٰىتِ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা নিজেদের মুকাদ্দামা তাগুতের নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অবিশ্বাস করে; পক্ষান্তরে শাইতান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমা হতে মুখ ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। (সূরা নিসা, ৪ : ৬০-৬১) ঘোষিত হচ্ছে :

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۚ যদি তাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছুটে আসে। অর্থাৎ তারা যদি শারীয়াতের ফাইসালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তাহলে অতি আনন্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছুটে আসে। আর যদি জানতে পারে যে, শারয়ী ফাইসালা তাদের মনের চাহিদার উল্টা, পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থী, তাহলে তারা সত্যের দিকে ফিরেও তাকায়না। তখন তারা

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে যায় যে তাদের পক্ষে কথা বলবে। সুতরাং এইরূপ লোক পাকা কাফির। কেননা তাদের মধ্যে তিন অবস্থার যে কোন একটি অবশ্যই রয়েছে। হয়ত তাদের অন্তরে বেঈমানী বদ্ধমূল হয়ে গেছে, কিংবা তারা আল্লাহর দীনের সত্যতায় সন্দিহান রয়েছে, অথবা তারা এই ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের হক নষ্ট করেন এবং তাদের প্রতি যুল্ম করেন। এই তিনটাই কুফরীর অবস্থা। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রত্যেককেই জানেন। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

بَلْ أَوْلَتْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ প্রকৃতপক্ষে এই লোকগুলোই পাপী ও অত্যাচারী।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن

يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا এরপর সঠিক ও খাঁটি মু‘মিনের গুণাগুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনাত ছাড়া অন্য কিছুকেই দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেনা। তারা কুরআন ও হাদীস শোনা মাত্রই এবং এগুলির ডাক কানে আসা মাত্রই পরিষ্কারভাবে বলে : ‘আমরা শুনলাম ও মানলাম। এরাই সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত লোক।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ), যিনি আকাবাহয় উপস্থিত ছিলেন এবং একজন বাদরী সাহাবী এবং আনসারগণের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় লোক, মৃত্যুর সময় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জুনাদাহ ইব্ন আবি উমাইয়াহকে (রাঃ) বলেন : তোমার উপর কি কর্তব্য এবং তোমার কি দায়িত্ব রয়েছে তা কি আমি তোমাকে বলে দিব? তিনি জবাবে বললেন : হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি বললেন : তোমার কর্তব্য হল (ধর্মীয় উপদেশ) শ্রবণ করা ও মান্য করা কঠিন অবস্থায়ও এবং সহজ অবস্থায়ও, আনন্দের সময়ও এবং দুঃখের সময়ও, আর ঐ সময়েও যখন তোমার হক অন্যকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। তোমার জিহ্বাকে তুমি ন্যায্য ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। যোগ্য শাসনকর্তার নিকট থেকে শাসনকার্য ছিনিয়ে নিবেনা। তবে সে যদি প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার হুকুম করে তাহলে তা কখনও মানবেনা। সে যদি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত কিছু

বলে তাহলে তা কখনও স্বীকার করবেনা। সদা-সর্বদা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬২৩)

আবু দারদা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ইসলাম নেই। আর সমস্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে জামা'আতের মধ্যে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসলিমদের খালীফা এবং সাধারণ মুসলিমদের মঙ্গল কামনার মধ্যে। তিনি বলেন : আমাদেরকে জানানো হয়েছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলতেন যে, ইসলামের দৃঢ় রজ্জু হল আল্লাহর একাত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত প্রদান করা এবং মুসলিমদের শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করা। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬২৩, ২৬২৪)

আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং মুসলিম শাসকদের আনুগত্যের ব্যাপারে যেসব হাদীস ও আছার এসেছে সেগুলির সংখ্যা এত বেশী যে, সবগুলি এখানে বর্ণনা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হবে, তাঁরা যা করতে আদেশ করেছেন তা পালন করবে, যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকবে, যে পাপ কাজ করে ফেলেছে তার জন্য সদা ভীত-সম্ভ্রান্ত থাকবে এবং আগামীতে ঐ সব পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে সে সমুদয় কল্যাণ জমাকারী এবং সমস্ত অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত। দুনিয়া ও আখিরাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম।

৫৩। তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ করে বলে, তুমি তাদেরকে আদেশ করলে তারা বের হবেই; তুমি বল : শপথ করনা, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৫৩. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِنْ أَمَرَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۚ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

৫৪। বল : তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি

৫৪. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও
তাহলে তার উপর অর্পিত
দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং
তোমাদের উপর অর্পিত
দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী;
এবং তোমরা তার আনুগত্য
করলে সৎ পথ পাবে, রাসূলের
দায়িত্বতো শুধু স্পষ্টভাবে
পৌছে দেয়া।

الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا
حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَاغُ
الْمُبِينِ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নিজেদের ঈমানদারী ও শুভাকাংখার কথা প্রকাশ করত এবং শপথ করে করে বলত যে, তারাও জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। হুকুম হওয়া মাত্রই ঘরবাড়ী ও ছেলে-মেয়ে ছেড়ে জিহাদের মাঠে পৌছে যাবে। আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন :

لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً তোমরা শপথ করনা। তোমাদের আনুগত্যের মূলতত্ত্ব আমার জানা আছে। তোমাদের অন্তরে এক কথা, আর মুখে এক কথা। তোমাদের মুখ যতটা মু‘মিন তোমাদের অন্তর ততটা কাফির। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ

তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৯৬) তিনি আরও বলেন :

اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১৬) সূরা হাশরে তিনি বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَیْنُ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِیكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَیْنُ أُخْرِجُوا لَا تَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَیْنُ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَیْنُ نَنْصُرُهُمْ لَیُؤْتِلَنَّ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا یَنْصُرُونَا

তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ঐ সব সঙ্গীকে বলে : তোমরা যদি বহিস্কৃত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারও কথা মানবনা এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুতঃ তারা বহিস্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবেনা এবং আক্রান্ত হলেও তারা তাদেরকে সাহায্য করবেনা এবং তারা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবেনা। (সূরা হাশর, ৫৯ : ১১-১২) মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ হে নাবী! তুমি বলে দাও : তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। অর্থাৎ তোমরা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখ যে, তোমাদের এই অপরাধের শাস্তি নাবীর উপর পতিত হবেনা। তার কাজতো শুধু আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে রাসূলের কথা মেনে নেয়া এবং ওর উপর আমল করা ইত্যাদি। হিদায়াত শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যেই রয়েছে। কেননা সরল সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারী তিনিই।

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। (সূরা শূরা, ৪২ : ৫৩) রাসূল সালাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৪০) অন্যত্র তিনি বলেন :

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ২১-২২)

৫৫। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন শরীক করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে

৫৫. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

তারাতো সত্যত্যাগী ।

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা হল তিনি তাদেরকে বিজয়ী করবেনই

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাঁর উম্মাতকে যমীনের মালিক বানিয়ে দিবেন, তাদেরকে তিনি লোকদের নেতা করবেন এবং দেশ তাদের দ্বারা জনবসতিপূর্ণ হবে। আল্লাহর বান্দারা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আজ যে জনগণ লোকদের থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে, কাল তারা পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। হুকুমাত তাদের হবে এবং তারাই হবে সাম্রাজ্যের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! হয়েছিলও তাই। মাক্কা, খাইবার, বাহরাইন, আরাব উপদ্বীপ এবং ইয়ামানতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই বিজিত হয়েছিল। হিজরের মাজুসীরা জিযিয়া কর দিতে স্বীকৃত হয়ে মুসলিমদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। সিরিয়ার কোন কোন অংশেরও এই অবস্থাই হয়। রোম সম্রাট কাইসার উপহার উপটোকন পাঠিয়ে দেন। মিসরের গভর্নরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে উপটোকন পাঠায়। ইসকানদারিয়ার বাদশাহ মাকুকীস এবং ওমানের বাদশাহরাও এটাই করেন এবং এভাবে নিজেদের আনুগত্য প্রমাণ করেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাসী (রহঃ) মুসলিমই হয়ে যান যিনি আসহামার পরে হাবশের বাদশাহ হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইত্তিকাল করেন এবং আবু বাকর (রাঃ) খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদে (রাঃ) নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী পারস্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ক্রমান্বয়ে বিজয় লাভ করতে থাকেন এবং অবাধ্য কাফিরদেরকে হত্যা করে চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডিয়ন করেন। আবু উবাদাহ ইব্ন জাররাহর (রাঃ) অধীনে অন্যান্য সেনাপতিসহ ইসলামের বীর সৈনিকদেরকে সিরিয়ার রাজ্যগুলির দিকে প্রেরণ করেন এবং তারা সেখানে মুহাম্মাদী পতাকা উত্তোলন করেন। আমর ইব্ন আসের (রাঃ) নেতৃত্বে অন্য একদল সেনাবাহিনী মিসরের দিকে প্রেরিত হয়। বসরা, দামেশ্ক, আন্মান প্রভৃতি রাজ্য বিজয়ের পর আবু বাকরও (রাঃ) মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি মহান আল্লাহর ইঙ্গিতক্রমে উমারকে (রাঃ) তার স্থলাভিষিক্ত করে যান। এটা সত্য কথা যে, আকাশের নীচে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে উমারের (রাঃ) যুগের মত যুগ আর আসেনি। তার স্বভাবগত শক্তি, তার সৎ কাজ, তার চরিত্র, তার ন্যায়পরায়ণতা এবং তার আল্লাহভীতির দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় তার পরে অনুসন্ধান করা বৃথা কালক্ষেপণ ছাড়া কিছুই নয়। সমগ্র সিরিয়া ও মিসর এবং পারস্যের অধিকাংশ অঞ্চল তার খিলাফাত আমলে বিজিত হয়। পারস্য সম্রাট কিসরার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। স্বয়ং সম্রাটের মাথা লুকানোর কোন জায়গা থাকেনি। তাকে লাঞ্চিত অবস্থায় পালিয়ে বেড়াতে হয়। রোম সম্রাট কাইসারকেও সাম্রাজ্যচ্যুত করা হয়। সিরিয়া সাম্রাজ্য তার হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং কনস্টান্টিনোপলে পালিয়ে গিয়ে তাকে আত্মগোপন করতে হয়। এই সাম্রাজ্যগুলোর বহু বছরের সমৃদ্ধি ধন-সম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হয়। আল্লাহর সৎ ও মধুর চরিত্রের অধিকারী বান্দাদের মধ্যে এগুলি বন্টন করা হয়। এভাবে মহান আল্লাহ তাঁর ঐ ওয়াদা পূর্ণ করেন যা তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে করেছিলেন।

অতঃপর উসমানের (রাঃ) খিলাফাতের যুগ আসে এবং পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আল্লাহর দীন ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর সেনাবাহিনী একদিকে পূর্ব দিকের শেষ প্রান্ত এবং অপরদিকে পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ইসলামী মুজাহিদদের উন্মুক্ত তরবারী আল্লাহর তাওহীদকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেন। পশ্চিম দিকের রাষ্ট্রসমূহ যেমন সাইপ্রাস, আন্দালুসিয়া, কাইরুয়ান এবং সাবতা পর্যন্ত মুসলিমদের দখলে চলে আসে। ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবেশ দ্বার খুলে যায়। পূর্ব দিকে চীন পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। কাফির সম্রাটদের সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। অগ্নি উপাসকদের হাজার হাজার বছরের উপাসনালয় নির্বাপিত হয় এবং প্রত্যেকটি উঁচু টিলা হতে ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনি গুঞ্জনিত হয়। অপর দিকে ইরাক, খোরাসান, আহওয়ায ইত্যাদি সাম্রাজ্য জয় করা হয়। তুর্কীদের সাথে বিশাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে তাদের বড় বাদশাহ খাকান মাটির সাথে মিশে যায়। সে চরমভাবে লাঞ্চিত ও পর্যুদস্ত হয়। যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত হতে উসমানের (রাঃ) কাছে খাজনা পৌঁছতে থাকে। সত্য কথাতো এটাই যে, মুসলিম বীর পুরুষদের এই জীবন মরণ সংগ্রামের মূলে ছিল উসমানের (রাঃ) তিলাওয়াতে কুরআনের বারাকাত। কুরআনুল হাকীমের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ ছিল তা বর্ণনাতীত। কুরআনকে একত্রিতকরণ ও মুখস্থকরণ এবং প্রচার ও

প্রসারে তিনি যে খিদমাত আঞ্জাম দেন তার তুলনা মিলেনা। তাঁর যুগের প্রতি লক্ষ্য করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীটি মানসপটে ভেসে ওঠে। তিনি বলেছিলেন : আমার জন্য যমীনকে এক জায়গায় একত্রিত ও জড় করা হয়, এমনকি আমি পূর্ব দিক ও পশ্চিম দিক দেখে নিই। আমার উম্মাতের সাম্রাজ্য ঐ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যেখান পর্যন্ত আমাকে দেখানো হয়েছিল। (মুসলিম ৪/২২১৫)

এখন আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমানের প্রার্থনা করছি এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তিনি সন্তুষ্ট হন সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আমরা তাঁর কাছে তাওফীক চাচ্ছি।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

বল : তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎ পথ পাবে, রাসূলের দায়িত্বতো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।

রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবুল আলিয়া (রহঃ) আযাতের তাফসীরে বলেন যে, (ইসলামের আবির্ভাবের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহচরবর্গ দশ বছরের মত মাক্কায় অবস্থান করেন। ঐ সময় তাঁরা দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর একাত্ববাদ ও তাঁর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু ঐ যুগটি ছিল গোপনীয়তা, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার যুগ। তখন পর্যন্ত জিহাদের হুকুম নাযিল হয়নি। মুসলিমরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। এরপর হিজরাতের হুকুম হয় এবং তাঁরা মাদীনায় হিজরাত করেন। অতঃপর

জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। চতুর্দিক শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল। মুসলিমরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত। কোন সময়ই বিপদশূন্য ছিলনা। সকাল সন্ধ্যায় সাহাবীগণ (রাঃ) অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকতেন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী ১৯/২০৯)

অতঃপর আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাব উপদ্বীপের উপর বিজয় লাভ করেন। আরাবে কোন কাফির থাকলনা। সুতরাং মুসলিমদের অন্তর ভয়শূন্য হয়ে গেল। আর সদা-সর্বদা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত থাকারও কোন প্রয়োজন থাকলনা। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তি কালের পরেও তিনজন খালীফার যুগ পর্যন্ত সর্বত্র ঐ শান্তি ও নিরাপত্তাই বিরাজ করে। অর্থাৎ আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমানের (রাঃ) যুগ পর্যন্ত। এরপর মুসলিমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কাজেই আবার তাদের মধ্যে ভয় এসে পড়ে এবং প্রহরী, চৌকিদার, দারোগা ইত্যাদি নিযুক্ত করতে হয়। মুসলিমরা যখন নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে তখন তাদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সালাফগণের কোন কোন বিজ্ঞজন হতে বর্ণিত আছে যে, তারা আবু বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) খিলাফাতের সত্যতার ব্যাপারে এই আয়াতটিকে পেশ করেছেন।

বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বলেন : যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা অত্যন্ত ভয় ও দুর্ভাবনার অবস্থায় ছিলাম। (দুররুল মানসুর ৬/২১৫) যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ۚ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, আর তোমরা এই শংকায় নিপতিত থাকতে যে, লোকেরা অকস্মাৎ তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। (এই অবস্থায়) আল্লাহই তোমাদেরকে (মাদীনায়ে) আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, আর পবিত্র বস্তু দ্বারা তোমাদের জীবিকা দান করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৬) যেমন মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন :

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَذُّوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ

সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২৯) অন্য আয়াতে বলেন :

وَرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُم الْوَارِثِينَ. وَنُמَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِثْلَهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে, আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে; এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫-৬) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।

আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) যখন প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি হীরা নামক দেশ দেখেছ? উত্তরে আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) বলেন : জী না, আমি হীরা দেখিনি, তবে নাম শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আমার এই দীনকে পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দিবেন। তখন এমনভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা এসে যাবে যে, হীরা হতে একজন মহিলা উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে কেহকে সঙ্গে না নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়বে এবং বাইতুল্লাহয় পৌঁছে তাওয়াফ সম্পন্ন করে ফিরে আসবে। জেনে রেখ যে, ইরানের বাদশাহ কিসরা ইব্ন হরমুয়ের কোষাগার বিজিত হবে। আদী (রাঃ) বিস্ময়ের সুরে বলেন : ইরানের বাদশাহ কিসরা ইব্ন হরমুয়ের কোষাগার

মুসলিমরা জয় করবেন! উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, কিসরা ইবন হরমুযের কোষাগারই বটে। ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণকারী কেহ থাকবেনা। আদী (রাঃ) বলেন : দেখুন, বাস্তবিকই মহিলারা হীরা হতে কারও আশ্রয় ছাড়াই যাতায়াত করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিসরার ধনভাণ্ডার উম্মুক্তকারীদের মধ্যে স্বয়ং আমিও বিদ্যমান ছিলাম। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে। কেননা এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই ভবিষ্যদ্বাণী। (আহমাদ ৪/২৫৭) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا তারা আমার ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। আনাস (রাঃ) মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি উটের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসেছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে জিনের (উটের গদীর) শেষ কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিলনা। তখন তিনি বললেন : হে মুআয! আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! কিছু সময় অতিক্রম হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন : হে মুআয! আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! আবার কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি বললেন : হে মুআয! আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! তিনি (এবার) বললেন : বান্দার উপর আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান? আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকতর ভাল জানেন ও জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন : বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সামনে এগিয়ে গেলেন এবং আবার বললেন : হে মুআয! আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! তিনি বললেন : আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা তুমি জান কি? আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে ভাল জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন : তা যদি পালন করা হয় তাহলে আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে এই যে, তিনি

তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেননা। (আহমাদ ৫/২৪২, ফাতহুল বারী ১০/৪১২, মুসলিম ১/৫৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ আর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাতো সত্যত্যাগী অর্থাৎ এর পরেও যারা আমার আনুগত্য পরিত্যাগ করবে সে আমার হুকুম অমান্য করল এবং এটা খুবই কঠিন ও বড় (কাবীরাহ) পাপ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যারা আল্লাহর আদেশ পুংখানুপুংখ মেনে চলেছিলেন তারা হলেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ। তারা ছিলেন আল্লাহর একান্ত অনুগত, বাধ্য। আল্লাহর প্রতি তাদের অনুরাগ ও কর্তব্য পরায়ণতার মাপকাঠি অনুযায়ী তারা তাদের কাজে জয়যুক্ত হয়েছেন। তারা আল্লাহর কালেমাকে পূর্বে ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর এর প্রতিদান হিসাবে তিনি তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং প্রতিটি জনপদে তারা তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। যখন থেকে লোকেরা আল্লাহর প্রতি তাদের ওয়াদা ও কর্তব্য পালনে গাফিলাতি শুরু করল তখন থেকে শৌর্য-বীর্য এবং নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা দুর্বল হতে শুরু করল।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সদা সত্যের উপর থাকবে। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের বিরোধীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। (মুসলিম ১/১৩৭) আর একটি রিওয়াযাতে আছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। (মুসলিম ৩/১৫২৩) একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এই দলটিই দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। (আহমাদ ৪৩৭) আর একটি হাদীসে আছে যে, ঈসার (আঃ) অবতরণ পর্যন্ত এই লোকগুলি কাফিরদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৩০৬) এই সব রিওয়াযাত বিশুদ্ধ এবং সবগুলিরই ভাবার্থও একই, কোন বৈপরীত্য নেই।

৫৬। তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পার।

۵۶. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

৫৭। তুমি কাফিরদেরকে
পৃথিবীতে প্রবল মনে করনা;
তাদের আশ্রয়স্থল আগুন;
কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!

৫৭. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا أُولَئِهِمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ

সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করার আদেশ; কাফিরেরা পালানোর পথ পাবেনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে শুধু তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন : তাঁরই জন্য তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং সাথে সাথে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ কর ও তাদের সাথে সৎ ব্যবহার কর। দুর্বল, দরিদ্র এবং মিসকীনদের খবরাখবর নিতে থাক। মালের মধ্য হতে আল্লাহর হক অর্থাৎ যাকাত বের কর এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করতে থাক। তিনি যে কাজের নির্দেশ দেন তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। জেনে রেখ যে, আল্লাহর রাহমাত লাভের এটাই একমাত্র পন্থা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৭১) মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أُولَئِهِمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ
হে নাবী! তুমি ধারণা করনা যে, তোমাকে অবিশ্বাসকারীরা আমার উপর জয়যুক্ত হবে বা এদিক-ওদিক পালিয়ে গিয়ে আমার কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। আমি তাদের প্রকৃত বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে রেখেছি যা বাসের পক্ষে অত্যন্ত জঘন্য স্থান।

৫৮। হে মু'মিনগণ!
তোমাদের মালিকানাধীন দাস-

৫৮. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফাজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলা রাখার সময়; এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই; তোমাদের এক জনকে অপর জনের নিকটতো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্ট রূপে বিবৃত করেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

لَيْسَتْ عَلَيْكُمْ اَلَّذِيْنَ مَلَكَتْ
اَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا
اَلْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرَّٰتٍ مِّنْ
قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ
تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ
وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ
عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَھُنَّ
طَوَافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ
عَلٰی بَعْضٍۭ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ الْاٰیٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ حَكِيْمٌ

৫৯। এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের ন্যায়। এভাবে আল্লাহ

৫৯. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ
اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُوْا كَمَا
اَسْتَغْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

<p>তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।</p>	<p>كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ</p>
<p>৬০। আর বৃদ্ধা নারী, যারা বিয়ের আশা রাখেনা, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এটা হতে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।</p>	<p>٦٠. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ۚ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ</p>

দাস-দাসী এবং ছোট শিশুরা কক্ষে প্রবেশে কখন অনুমতি চাবে

এ আয়াতে নিকটাত্মীয়দেরকেও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারাও যেন অনুমতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। ইতোপূর্বে এই সূরার প্রথম দিকের আয়াতে যে হুকুম ছিল তা ছিল পর পুরুষ ও অনাত্মীয়ের জন্য। এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিন সময়ে গোলামদেরকে এমনকি নাবালক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। ঐ তিন সময় হল : ফাজরের সালাতের পূর্বে। কেননা এটা হল ঘুমানোর সময়। দ্বিতীয় হল দুপুরের সময়, যখন মানুষ সাধারণতঃ কিছুটা বিশ্রামের জন্য কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুইয়ে থাকে। আর তৃতীয় হল ইশার সালাতের পরে। কেননা ওটাই হচ্ছে ঘুমানোর প্রকৃত সময়। সুতরাং এই তিন সময় যেন গোলাম ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরাও অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ না করে। কেননা ঐ সময় স্বামী/স্ত্রীর ঘুমানোর সময়।

এই তিন **ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ**

সময় তোমাদের দেহ খোলা রাখার সময়; এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তবে এই তিন সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে তাদের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের ঘরে যাতায়াত যরুরী। তারা বারবার আসে ও যায়। সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের জন্য এবং বাড়ীর লোকদের জন্যও বড়ই অসুবিধাজনক ব্যাপার। তারা যখন তখন কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে, কারণ বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের বিভিন্ন ঘরে যেতে হয়। এ কারণে তাদের বার বার বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু অন্যদের বেলায় এ ব্যবস্থা শিথিলযোগ্য নয়। তাদেরকে ক্ষমাও করা হবেনা। যদিও এ আয়াতটি কখনও বাতিল বা মানসুখ হয়নি, সব সময় এটা মেনে চলতে হবে, কিন্তু খুব কম লোকই এটা অনুসরণ করে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) লোকদের এ আচরণকে অপছন্দ করতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : ‘কারও গৃহে প্রবেশ করার ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে’ আল্লাহর এ আদেশটি খুব কম লোকই মেনে চলে। কিন্তু আমি আমার দাসীকে বলে রেখেছি যে, সে যেন আমার কক্ষে প্রবেশ করার আগে আমার অনুমতি নেয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) আরও বলেন : ‘আতাও (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এরূপই আদেশ করতেন। (আবু দাউদ ৫/৩৭৭)

মুসা ইব্ন আবি আয়িশা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শা’বীকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন : **لَيْسْتَ أَذْنُكَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... الخ** এই আয়াতটি কি মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে? উত্তরে তিনি বলেন : না, রহিত হয়নি। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন : জনগণ এর প্রতি আমল করা ছেড়ে দিয়েছে যে? জবাবে তিনি বলেন : (এই আয়াতের প্রতি আমল করার জন্য) আল্লাহ তাদের সাহায্য করুন। (তাবারী ১৯/২১৩)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ তবে হ্যাঁ, যখন সন্তানরা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যাবে তখন তাদেরকে এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়েও অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু যে তিন সময়ের কথা

মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এই তিন সময়ে ছোট ছেলেকেও তার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার সময় অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। আর প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার পর সব সময়েই অনুমতি চাইতে হবে যেমন অন্যান্য বয়স্ক মানুষ অনুমতি চেয়ে থাকে, তারা নিজ গৃহের লোকই হোক অথবা অপর লোকই হোক। কারণ ঐ তিন সময়ে স্বামী-স্ত্রী এমন অবস্থায় থাকতে পারে যখন অন্যের প্রবেশ হবে জঘন্যতম ও বিব্রতকর।

বয়স্ক মহিলারা তাদের আলখেল্লা খুলে রাখলে তাতে কোন পাপ নেই

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ আর বৃদ্ধা নারী। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা হল ঐ মহিলা যাদের আর গর্ভ ধারণ করার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ তারা এমন বয়সে পৌঁছে গেছে যে, পুরুষদের প্রতি তাদের কোনই আকর্ষণ নেই, তাদের জন্য অপরাধ নেই।

وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَبْلُغَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَا أَنْ تَبْلُغَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَا أَنْ تَبْلُغَ أَهْلَ الْبَيْتِ যদি তারা (বৃদ্ধারা) তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করার ইচ্ছা না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। অর্থাৎ অন্যান্য নারীদের মত তাদের পর্দার দরকার নেই। (দুররুল মানসুর ৬/২২২, তাবারী ১৯/২১৬)

وَقُلْ ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : وَلَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَاءٍ بَلَغْنَ أَهْلَهُنَّ فَأَمَرَ أَنْ يَكُنَّ فِي بَيْتِهِنَّ وَأَنْ يَكُنَّ فِي بَيْتِهِنَّ (ঈমান আনয়নকারিনী নারীদেরকে বল : তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে হিফাযাত করে) (২৪ : ৩১) এ আয়াতটি রহিত হয়ে وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا (আর বৃদ্ধা নারী যারা বিয়ের আশা রাখেনা) এ আয়াতটি বলবত হয়েছে। (আবু দাউদ ৪/৩৬১)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বোরখা এবং চাদর পরিধান না করে শুধু দো-পাউটা এবং জামা ও পাজামা পরে থাকার অনুমতি রয়েছে। (তাবারী ১৯/২১৭) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবু আশ শা'সা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ

(রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), আওয়াযী (রহঃ) প্রমুখ একই মত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/২১৭, ২১৮) অতঃপর আল্লাহ বলেন :

غَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِزِينَةٍ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে যদি তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন : তাদের পরিধেয় অতিরিক্ত কাপড় (বোরখা) খুলে উচ্ছৃংখল মেয়েদের মত যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ চাদর ব্যবহার না করা এরূপ বয়স্ক মহিলাদের জন্য জাযিয় বটে, কিন্তু এটা হতে তাদের বিরত থাকাই (অর্থাৎ বোরখা ও চাদর ব্যবহার করাই) তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬১। অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই, আর দোষ নেই রোগীর জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করায় নিজেদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি রয়েছে

٦١. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ

তোমাদের কাছে অথবা তোমাদের প্রকৃত বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ
مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ؕ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ؕ فَإِذَا
دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

কারও আত্মীয়ের ঘরে পানাহার করা

এই আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের অনেকে অন্ধ মুসলিমদের সাথে একত্রে বসে আহার করার ব্যাপারে বিব্রত বোধ করতেন। কারণ তারা খাদ্য দেখতে পাননা এবং উত্তম খাদ্য বাটির কোথায় রয়েছে তাও তারা জানেননা। ফলে দৃষ্টিশক্তিহীন লোকেরা ভাল খাবারগুলি অন্ধদের আগেই খেয়ে ফেলতেন। তারা খোঁড়া লোকদের সাথেও খেতে অস্বস্তি বোধ করতেন এ কারণে যে, তারা অন্যদের মত আরাম করে বসতে পারতেননা। এর ফলে অন্যরা এ দুর্বলতার সুযোগ নিত।

তারা দুর্বল লোকদের সাথে এ জন্যও একত্রে খেতে চাইতেননা যে, তাদের অসুস্থতার সুযোগে অন্যরা বেশি খেয়ে ফেলে। এ সব কারণেই তারা ভীত ছিলেন যে, না জানি তাদের সাথে একত্রে খেতে বসে তাদের হকের প্রতি অবিচার করা হয়। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন যাতে খাদ্য বন্টনের ব্যাপারে তাদের মনে কোন সংশয় না থাকে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং মিকসাম (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (দুররুল মানসুর ৬/২২৩, তাবারী ১৯/২২১)

মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ এইরূপ লোকদেরকে নিজেদের পিতা, ভাই, বোন প্রভৃতি নিকটতম আত্মীয়দের নিকট পৌঁছে দিত, যেন তারা সেখানে আহার করে। কিন্তু এ লোকগুলি এটাকে দুষণীয় মনে করত যে, তাদেরকে অপরের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন **لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ** এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আবদুর রায়যাক ৩/৬৪)

সুদী (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যখন তার পুত্র, ভাই, বোন, পিতা প্রমুখের বাড়ী যেত এবং ঐ ঘরের মহিলারা কোন খাদ্য তার সামনে হাযির করত তখন সে তা খেতনা এই মনে করে যে, সেখানে বাড়ীর মালিক উপস্থিত নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ খাদ্য খেয়ে নেয়ার অনুমতি দেন। এটা বলা হয়েছে যে, তোমাদের নিজেদের জন্যও কোন দোষ নেই, এটাতো প্রকাশমানই ছিল, কিন্তু এর উপর অন্যগুলির সংযোগ স্থাপনের জন্য এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এর পরবর্তী বর্ণনা এই হুকুমের ব্যাপারে সমান। পুত্রদের বাড়ীর ব্যাপারে হুকুমও এটাই, যদিও তাদের নির্দিষ্ট শব্দে এর বর্ণনা দেয়া হয়নি। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে এটাও এসে যাচ্ছে। এমনকি এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে কেহ কেহ বলেছেন যে, পুত্রের সম্পদ পিতার সম্পদেরই স্থলবর্তী। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে কয়েকটি সনদে হাদীস এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার। (আহমাদ ২/২০৪, ২১৪, ২৭৯ ইব্ন মাজাহ ২/৭৬৯)

أَوْ بَيُّوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بَيُّوتِ أُمَّهَاتِكُمْ আর যাদের নাম এসেছে তাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করে কেহ কেহ বলেছেন যে, নিকটতম আত্মীয়দের একে অপরের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব।

أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সুদীসহ (রহঃ) কেহ কেহ আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার উক্তি 'যার চাবী তোমাদের মালিকানায় রয়েছে' দ্বারা গোলাম ও গ্রহরীকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের মনিবের

সম্পদ হতে প্রয়োজন হিসাবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খেতে পারে। উরওয়াহ (রহঃ) হতে যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আয়িশা (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জিহাদে গমন করতেন তখন তাঁর সাথের মুসলিমরা যাওয়ার সময় তাদের বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছে চাবি দিয়ে যেত এবং তাদেরকে বলে যেত : প্রয়োজনবোধে তোমরা আমাদের সম্পদ থেকে খেতে পারবে। আমরা তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু এরপরেও এরা নিজেদেরকে শুধু আমানাতদার মনে করতেন এই ভেবে যে, তারা হয়ত খোলা মনে অনুমতি দেয়নি। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **أَوْ صَدِيقُكُمْ** তোমরা তোমাদের বন্ধুদের গৃহেও খেতে পার, যতক্ষণ তোমরা জানবে যে, তারা এটা খারাপ মনে করবেনা এবং তাদের কাছে এটা কঠিনও ঠেকবেনা। অতঃপর মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন :

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

হে মু‘মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা। (সূরা নিসা, ৪ : ২৯) যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ (রাঃ) পরস্পর বলাবলি করেন : পানাহারের জিনিসগুলিওতো সম্পদ, সুতরাং এটাও আমাদের জন্য হালাল নয় যে, আমরা একে অপরের বাড়িতে আহার করি। অতএব তারা ওটা খাওয়া থেকেও বিরত হন। ঐ সময় **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا** ওটা খাওয়া থেকেও বিরত হন। ঐ সময় **أَوْ أَشْتَاتًا** এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অনুরূপভাবে পৃথক পৃথকভাবে পানাহারকেও তারা খারাপ মনে করতেন। কেহ সঙ্গী না হওয়া পর্যন্ত তারা খেতেননা। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই হুকুমের মধ্যে দু’টিরই অনুমতি দিলেন, অর্থাৎ অন্যদের সাথে খেতে এবং পৃথক পৃথকভাবে খেতেও। (তাবারী ১৯/২২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন : বানু কিনানা গোত্রের লোক বিশেষভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত থাকত, তথাপি সঙ্গে কেহকে না পাওয়া পর্যন্ত খেতনা।

সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে তারা সাথে আহারকারী সঙ্গীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ত। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা একাকী খাওয়ার অনুমতি দান সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ করে অজ্ঞতাযুগের ঐ কঠিন প্রথাকে দূর করে দেন।

এ আয়াতে যদিও একাকী খাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, লোকদের সাথে মিলিত হয়ে খাওয়া নিঃসন্দেহে উত্তম। আর এতে বেশী বারাকাতও রয়েছে।

ওয়াহশী ইব্ন হারব (রহঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না (এর কারণ কি?)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন : সম্ভবতঃ তুমি পৃথকভাবে একাকী খেয়ে থাক। তোমরা একত্রে খাও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু কর, তোমাদের খাদ্যে বারাকাত দেয়া হবে। (আহমাদ ৩/৫০১, আবু দাউদ ৩৭৬৪, ইব্ন মাজাহ ৩২৮৬)

অন্যত্র সালিম (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা সবাই একত্রিতভাবে খাও, পৃথক পৃথকভাবে খেওনা। কেননা বারাকাত জামা‘আতের উপর রয়েছে। (ইব্ন মাজাহ ৩২৮৭) এরপর শিক্ষা দেয়া হচ্ছে :

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের একে অপরের প্রতি অভিবাদন স্বরূপ সালাম করবে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে তোমরা একজন অপর জনকে সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাবে। (বাগাবী ৩/৩৫৮, তাবারী ১৯/২২৬) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, আবুয যুবাইর (রহঃ) বলেন : আমি যুবাইর ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, যখন তুমি তোমার পরিবারের বাসগৃহে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহর শিখানো অভিবাদন সহকারে প্রবেশ করবে। তিনি আরও বলেন : আমি একে অবশ্য কর্তব্য ছাড়া অন্য কিছু মনে করিনা। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, যিয়াদ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন তাউস (রহঃ) বলতেন : তোমরা যখন তোমাদের কারও গৃহে প্রবেশ করবে তখন সালাম দিবে। (তাবারী ১৯/২২৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : তোমরা যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন **السَّلَامُ** বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দু‘আ করবে, যখন তোমরা নিজ গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম দিবে এবং যখন এমন গৃহে প্রবেশ করবে যেখানে কেহ অবস্থান করছেন সেখানে প্রবেশ করার সময় বলবে : **السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ** (আসসালামু ‘আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন)। (আবদুর রায্যাক ৩/৬৬) ইহাই লোকদেরকে করতে বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে, এইরূপ সময়ে আল্লাহর মালাইকা সালামের জবাব দিবেন। (দুররুল মানসুর ৬/২২৮) অতঃপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার এবং জ্ঞান লাভ কর।

৬২। তারাই মু‘মিন যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তার অনুমতি ব্যতীত তারা সরে পড়েনা; যারা অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী; অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে এবং

٦٢. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا
كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ
يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ

তাদের জন্য আল্লাহর নিকট
ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আল্লাহ
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

فَأَذِّنْ لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

একত্রে কোন কাজ করার সময় কেহ চলে যেতে চাইলে অনুমতি নিতে হবে

এখানে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু‘মিন বান্দাদেরকে আরও একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বলেন : যেমন তোমরা আগমনের সময় অনুমতি নিয়ে আগমন করে থাক, অনুরূপভাবে প্রস্থানের সময়ও আমার নাবীর কাছে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান কর। বিশেষ করে যখন কোন সমাবেশ হবে এবং কোন যরুরী বিষয়ের উপর আলোচনা চলবে। যেমন জুমু‘আর সালাত, ঈদের সালাত, কোন জামা‘আত এবং পরামর্শ সভা ইত্যাদি। এরূপ স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত তোমরা কখনও এদিক-ওদিক যাবেনা। পূর্ণ মু‘মিনের এটাও একটা নিদর্শন। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন :

فَأَذِّنْ لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ হে নাবী! তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করবে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেহ যখন কোন মাজলিসে যাবে তখন সে যেন মাজলিসের লোকদেরকে সালাম করে। আর যখন সেখান হতে চলে আসার ইচ্ছা করবে তখনও যেন সালাম দিয়ে আসে। মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বারের সালাম প্রথমবারের সালামের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। (আবু দাউদ ৫/৩৮৬, তিরমিযী ৭/৪৮৫, নাসাঈ ৬/১০০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৬৩। রাসূলের আহ্বানকে
তোমরা একে অপরের প্রতি

۶۳. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ

আহ্বানের মত গণ্য করনা;
তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি
সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে
জানেন। সুতরাং যারা তাঁর
আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে
তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয়
তাদের উপর আপতিত হবে
অথবা আপতিত হবে তাদের
উপর কঠিন শাস্তি।

بَيْنَكُمْ كُدَّاءٍ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ
يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ خُفِّفُونَ عَنْ
أَمْرِهِمْ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

রাসূলকে (সাঃ) ডাকার আদব

যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘হে মুহাম্মাদ!’ এবং ‘হে আবুল কাসেম!’ বলে আহ্বান করত, যেমন তারা একে অপরকে ডেকে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে এই বেআদবী আচরণ করা হতে নিষেধ করেন। তাদেরকে তিনি বলেন : তোমরা রাসূলুল্লাহকে নাম ধরে ডেকনা, বরং ‘হে আল্লাহর নাবী!’ অথবা ‘হে আল্লাহর রাসূল!’ এই বলে ডাকবে। (দুরররুল মানসুর ৬/২৩০) তাহলে তাঁর বুয়র্গী, মর্যাদা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : তোমরা যখন তাকে কিছু বলার জন্য ডাকবে তখন ‘হে মুহাম্মাদ’, ‘হে আবদুল্লাহর পুত্র’ ইত্যাদি নামে ডাকবেনা। বরং সম্মানের সাথে তাকে ‘হে আল্লাহর রাসূল’, ‘হে আল্লাহর নাবী’ ইত্যাদি নামে ডাকবে।

رَاسُـلُـنَا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করনা। এর দ্বিতীয় ভাবার্থ হল : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু‘আকে তোমরা তোমাদের পরস্পরের দু‘আর মত মনে করনা। তাঁর দু‘আতো কবূল হবেই।

সুতরাং সাবধান! তোমরা আমার নাবীকে কষ্ট দিওনা। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন বদ দু‘আ যদি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আতিয়িয়াহ আল আউফী (রহঃ) হতে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেন। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। (তাবারী ১৯/২৩০)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا এ আয়াতের তাফসীরে মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, জুমু‘আর দিন খুৎবায় বসে থাকা মুনাফিকদের কাছে খুবই কঠিন বোধ হত। আর মাসজিদে যাওয়া এবং খুৎবা শুরু হয়ে যাবার পর কেহ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারতনা। কারও বাইরে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়লে সে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসুল তুলে অনুমতি চাইত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিতেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবাহ দেয়ার সময় কেহ কথা বললে তার জুমু‘আর সালাত বাতিল হয়ে যেত। (দুররুল মানসুর ৬/২৩১) তখন এই মুনাফিকরা সাহাবীগণদের আড়ালে দৃষ্টি বাঁচিয়ে সটকে পড়ত। সুদী (রহঃ) বলেন যে, জামা‘আতে যখন এই মুনাফিকরা থাকত তখন একে অপরের আড়াল করে পালিয়ে যেত।

রাসূলের (সাঃ) আদেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা যাবেনা

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক। যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশের, তাঁর সুন্নাতের, তাঁর হুকুমের, তাঁর নীতির এবং তাঁর শারীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে শাস্তিপ্ৰাপ্ত হবে। মানুষের কথা ও কাজকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও হাদীসের সাথে মিলানো উচিত। যদি তা তাঁর সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে তা ভাল। আর যদি সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে তা অবশ্যই অগ্রাহ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার আদেশ নেই তা অগ্রাহ্য। (ফাতহুল বারী ৪/৪১৬, মুসলিম ৩/১৩৪৩) ۝ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কেহই শারীয়াতে মুহাম্মাদীর বিপরীত করে তার অন্তরে কুফরী, নিফাক,

বিদ'আত ও মন্দের বীজ বপন করে দেয়া হয়। তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়, হয়ত দুনিয়ায়ই হত্যা, বন্দী, হদ ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা পরকালের পারলৌকিক শাস্তি দ্বারা।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। আর আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করল, পতঙ্গ ও যেসব প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগল। তখন সেই ব্যক্তি সেগুলোকে (আগুন থেকে) ফিরানোর চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে ঝাপ দিচ্ছে। সুতরাং এটাই আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমিও তোমাদেরকে আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি, কিন্তু আমার বাধা অতিক্রম করে তোমরা তাতে পতিত হচ্ছ। (আহমাদ ২/৩১২, মুসলিম ২২৮৪)

৬৪। জেনে রেখ,
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা
কিছু রয়েছে তা আল্লাহরই,
তোমরা যাতে ব্যাপ্ত তিনি তা
জানেন; যেদিন তারা তাঁর
নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন
তিনি তাদেরকে জানিয়ে
দিবেন তারা যা করত; আল্লাহ
সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٦٤. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ
مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ
يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا
عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহ তোমাদের সবার অবস্থা জ্ঞাত আছেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যমীন ও আসমানের মালিক, অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা এবং বান্দাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় কার্যাবলী অবগত আছেন একমাত্র আল্লাহ। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ তোমরা যাতে ব্যাপ্ত রয়েছে তিনি তা জানেন।

তোমরা যে অবস্থায়ই থাক না কেন এবং যে আমল ও বিশ্বাসের উপর থাক না কেন সবই তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আসমান ও যমীনের অণু পরিমাণ

জিনিসও তাঁর কাছে গোপন নেই। তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বস্তুও তাঁর কাছে প্রকাশমান। ছোট-বড় সমস্ত জিনিস স্পষ্ট কিতাবে রক্ষিত রয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে নিম্নের আয়াতের মত :

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. الَّذِي يَرِنَكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقْلُبَكَ فِي السَّجْدِينَ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর। যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য) এবং দেখেন সাজদাহকারীদের সাথে তোমার উঠা বসা। তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১৭-২২০)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে। আর তা হতে ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬১)

أَفَمَنْ هُوَ قَابِئُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

তাহলে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি অক্ষম এদের উপাস্যগুলির মত? (সূরা রা'দ, ১৩ : ৩৩) তাঁর বান্দারা কে কি করছে, তা ভাল কিংবা মন্দ, সবই তিনি দেখতে রয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে :

أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। (সূরা হুদ, ১১ : ৫)

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ : ১০)

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয়ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ : ৬)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৯) এ ধরণের আরও অনেক আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীস রয়েছে যাতে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا (যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত) অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সম্মুখে হাযির করবেন তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে, দুনিয়ায় বসবাস করা অবস্থায় তারা কে কি করেছে। তাদের ছোট-বড় সব পাপ তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, যেগুলোকে তারা কোন গুরুত্বই দিতনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গিয়েছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৩) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে : হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুলুম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৯) এ জন্যই মহান আল্লাহ এখানে বলেন :

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল ইয়্যাতের, আমরা তাঁর করুণায় সিক্ত হয়ে, তাঁর দয়ায় স্নাত হয়ে দুনিয়ায় ও আখিরাতের সাফল্য প্রার্থনা করছি।

সূরা নূর এর তাফসীর সমাপ্ত।